বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH AND SOCIAL ACTION (CARSA)

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

কারসা

উপস্থাপনায়

আবদুল কাইউম

সহযোগী উপস্থাপনায়

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মোঃ ইকরামুল হক

প্রকাশনায়

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

মুদ্রণে

ফেয়ারএস প্রিন্টিং প্রেস

১৯৩, ফকিরাপুল, লোহার বিল্ডিং, মতিঝিল, ঢাকা

০১৯৩৬১১৫৬৩৮-৩৯

CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH AND SOCIAL ACTION (CARSA)

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

আমরা শোকাহত

এম এ হালিম গজনবী

মৃত্যু: ১ আগস্ট ২০২৫

সাবেক ট্রেজারার, কারসা

সৈয়দ মাঈনুল হক

মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সাবেক চেয়ারম্যান, কারসা

মোঃ মতিউর রহমান

মৃত্যু: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

সাবেক চেয়ারম্যান, কারসা

চেয়ারম্যানের বাণী

কারসার ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছরও আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছি। আমাদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি আরও খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। নতুন ৫টি শাখা খোলার লক্ষ্যের মধ্যে অন্তত একটি চালু হয়েছে, এবং সেটার অগ্রগতি ভাল। আমরা কারসার কর্ম এলাকায় ১৭,৩১৮ জন উপকারভোগীকে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছি, যার মাধ্যমে তাদের বেশির ভাগ নিজেদের জীবনযাত্রা উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

কারসার এক বছরের সামগ্রিক কার্যক্রম এই বার্ষিক প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারসার মাইক্রোফাইন্যান্স চলমান একটি কর্মকান্ড। এ পর্যন্ত কারসা ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলায় মোট ৬৮৮টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ২০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে এ বছর পর্যন্ত সংস্থার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩,৩৭২ জন। জুন ২০২৫ পর্যন্ত কারসার ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ১,২৯৫ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.২৬%। ঋণ বিতরণ, ঋণস্থিতি, সঞ্চয় স্থিতি, উদ্বৃত্ত আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সব ঠিক থাকলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমরা আরও ৪টি ব্রাঞ্চ বৃদ্ধি করতে পারব।

২০২৩-২৪ এর আগের কোন অর্থ বছরে কারসার ২ কোটি টাকার বেশী নীট লাভ হয়নি। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে লাভ হয়েছিল ১,৯২,৮০,৬৩৪ টাকা, তার আগের বছরে ৫০,৪৪,৯৭২। কিন্তু ২০২৩-২৪ সালে প্রথম ২ কোটি ছাড়িয়ে নীট লাভ দাঁড়ায় ৩,৮৩,৫৩,৭৯০ টাকা। এবং গত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে নীট লাভ আরো অনেক বেশী হয়েছে, ৫,৭১,৯৮,৮০৯ টাকা। এতে দেখা যায় কারসার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বেশ ভাল করছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কয়েক জন বড় মনের ও মানবিক হৃদয়ের মানুষ ১৯৯৫ সনে কারসা নামের এই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিদেশী সাহায্যের উপরে নির্ভরশীলতার পরিবর্তে মূলত এখান থেকে মুনাফা করার মাধ্যমে সমাজ কল্যানের কাজে লাগানোর জন্য বেশী বেশী উদ্যোগ নেয়া ও ব্যয়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্রতা যত দ্রুত যতটুকু সম্ভব দূরিভূত করার জন্য; ব্যক্তিগত মালিকানা বা ভোগের জন্য নয়। তাই মুনাফার পাশাপাশি সমাজ কল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচন মূলক একটা ভাল কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচির মূল কাজ দরিদ্র মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমান কমিয়ে এনে দারিদ্র সীমার নিচে যেন তারা আবার পতিত না হন সেই প্রচেষ্টা নেয়া এবং মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। দ্বিতীয়তঃ গরীব বাচ্চাদের বৈকালিক শিক্ষা দেবার মাধ্যমে স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধ করা। এছাড়া প্রবীণ জনগোষ্টীর সুরক্ষা এবং যুবক-যুবতি, কিশোর-কিশোরীদের বিকাশের জন্যও ছোট খাট কাজ আছে। পরে এটি পিকেএসএফ থেকে আংশিক অর্থ সাহায্যসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচি নামে বর্তমানে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার দু'টি ইউনিয়নে চলছে এবং এর অধীনে দুটো প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু আছে এবং ৩৬টি বৈকালিক স্কুল চলছে। এতে আমাদের গত বছরে মোট খরচ হয়েছে ১৮,৪৭,৯৪৫ টাকা। কারসার দুটি ইউনিয়নের একটি ইউনিয়নে অবশ্য সমৃদ্ধি চালু হয়েছে এ বছরের শুরু থেকে, পুরো বছর চালু হলে হয়তো আরো লাখ পাঁচেক টাকা খরচ হত, মানে ২৩,৫০,০০০ এর মত, যা হত আমাদের মোট নীট মুনাফার ৪.১৭% এর মত মাত্র। উল্লেখ্য যে এমআরএ-এর বিধি-২০১০ মতে আমাদের পক্ষে নীট মুনাফার ২০% পর্যন্ত সমাজ কল্যাণে ব্যয় করার সুযোগ আছে, এবং পিকেএসএফ আমাদের নীট মুনাফার ১৫% পর্যন্ত অন্তত সমাজ কল্যাণে ব্যয় করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে তাদের এসব সিদ্ধান্ত, মতামত খুব ভাল ও গুরুত্বপূর্ণ।

এমতবস্থায় আমরা নদীভাঙ্গা দরিদ্র এলাকা নড়িয়া ও তার পাশের সখিপুর এলাকায়ও একই ধরনের কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। আশাকরি আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় এ নিয়ে আমরা ভাল খবর দিতে পারব। এতে সব মিলিয়ে আমাদের খুব বেশী হলে নীট লাভের ১০% এর মত ব্যয় হতে পারে। ফলে আপনাদের দিক থেকে ইতিবাচক মতামত পেলে এই কর্মসূচির আরো বিস্তার ঘটাব।

পাশাপাশি দরিদ্র বিমোচনের জন্য কম খরচে আরেকটি ভাল কর্মসূচি হল ঋণগ্রহিতা সদস্যদের নিজ নিজ আত্মকর্ম সংস্থান বিষয়ে কারিগরি/প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেমন হাস-মুরগী, গরু ছাগল, কিছু কৃষি কাজ, নানান কুটির শিল্পের কাজ ইত্যাদি। তারা যদি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হয়ে ওঠেন তবে তাদের ছোট ছোট কর্মসূচিগুলো সফলতার মুখ দেখবে, তাদের আয় বাড়বে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকবে যা আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি তাদের দ্বারা নিশ্চিন্তে কারসার ঋণ সময়মত পরিশোধ হতে থাকবে, কারসার আর্থিক অবস্থাও ভাল হতে থাকবে কর্মসূচি আরো বড় হতে থাকবে এবং আরো বেশী বেশী দরিদ্র মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা যাবে। কর্মসূচি বড় হতে থাকবে, ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। এতে আমাদের খরচ নীট আয়ের ০.৫% ও লাগবেনা। গেল দুবছর আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বেশ দুর্বল ছিল। আশাকরি এই বছরে আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনেক ভাল হবে।

এর বাইরেও এ বছরে দরিদ্র জেলা হিসেবে মাদারীপুরের গরীব মানুষদের জন্য কম সুদে বিশেষ ঋণপ্রদানের জন্যে ২ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এবং আমরা পিকেএসএফ এর নারী উদ্যোক্তা তৈরির বিশেষ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। যার মাধ্যমে কারসার প্রায় ১৫০ জন্য সদস্য নারী উদ্যোক্তা হিসেবে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এমএফসি-ই ঋণ খাতে পিকেএসএফ ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৬ কোটি টাকা করেছে। আশাকরি এসব কর্মসুচি আমরা ভালমত বাস্তবায়ন করতে পারব।

এর বাইরে বিশেষ সামজিক কর্মসূচি হিসেবে উদ্যোগ নিয়ে গেল বছর আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে আমাদের সদস্যগণের মাধ্যমে প্রায় ৮,০০০টি গাছের চারা লাগানো হয়েছিল, যার মধ্যে প্রায় ৭,৫০০টি বেঁচে টিকে আছে। আর এ বছরে আমরা বাল্যবিবাহ রোধে আমাদের সদস্যদের সচেতন করার জন্য ৩০,০০০ লিফলেট বিতরণ করেছি, সাথে আমাদের কর্মীগণ তাদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমন সব স্বপ্ন নিয়ে এগোতে হবে তাহলেই কারসা সারা দেশে ছড়িয়ে পরবে এবং সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে। আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা, উদ্যোক্তা প্রফেসর ড. আহমেদ কামাল এবং কারসা প্রতিষ্ঠায় তার সাথীদের আকাঙ্খা পূরণ হবে।

আমাদের এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), যমুনা ব্যাংক পিএলসি-এর আর্থিক সহযোগীতা, এমআরএ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এ্যান্ড ফার্মস, স্থানীয় প্রশাসনের কারসার কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতা, কারসার কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা, এবং আপনারা যারা এই প্রয়াসে পাশে থেকেছেন তাঁদের অঙ্গীকারের কারণে। আমি আপনাদের সহ সকল অংশীজনদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সকলের প্রতি জানাই ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

বিনীত

সৈয়দ তারিকুজ জামান
চেয়ারম্যান

নির্বাহী পরিচালকের বানী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আসসালামু আলাইকুম ও শুভেচ্ছা।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কারসার সকল উপকারভোগী, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

কারসা বিগত অর্থ বছরে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। আমরা মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি এবং পিকেএসএফ-এর অর্থ সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছি।

বর্তমানে আমরা দেশের ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলার ১৩০টি ইউনিয়নের ৬৮৮টি গ্রামে ২০টি ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছি। ১২৯ জন দক্ষ কর্মকর্তা নিয়ে ১,৮৩৮টি সমিতির মাধ্যমে ২৩,৩৭২ জন সদস্য এবং ১৭,৩১৮ জন সক্রিয় ঋণীকে আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করছি।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আমাদের ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৩১ কোটি টাকা, সঞ্চয় স্থিতি প্রায় ৩৯ কোটি টাকা, এবং বকেয়া ঋণের পরিমাণ রয়েছে ৮,৬২,৩৭,৩৩৬ টাকা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এ বছর আমরা ৫,৭১,৯৮,৮০৯ টাকা ব্যয়তিরিক্ত আয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে কার্যকর তদারকির প্রমাণ বহন করে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, সামাজিক সচেতনতা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক সেবাগুলো জনসাধারণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

যুবরাই শক্তি, দেশ গড়ার কারিগর-এই কথা স্মরণে রেখে 'যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' পরিচালনা করা হচ্ছে। যুব নারী পুরুষদের স্বনির্ভর ও উন্নয়নমুখি করে তোলার জন্য এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন রকম কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে তাদের চাকরি খুঁজতে সহায়তা করা হচ্ছে। তরুণ সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে উন্নয়নমুখি কর্মসূচির বিকল্প নেই। তাই তাদেরকে সাথে নিয়েই এলাকার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উন্নয়নশীল কর্মকান্ড পরিচালনায় পাশাপাশি সুস্থ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এলাকার প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন সমন্বয় সভা করা হয়েছে। সভা নিয়মিত পারস্পারিক মতবিনিময়ের ভিত্তিতে ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।

আমরা বিশ্বাস করি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাই আমাদের চলার পথের প্রধান ভিত্তি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণে আমরা একটি অধিক টেকসই, মানবিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অবিচল থাকবো এই আমাদের অঙ্গীকার।

বরাবরের মত দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ কাজ অব্যাহত রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত। কারসার ধারাবাহিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী উদ্যোমী কর্মী-কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে সকলকে তার যায়গা থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যও আহ্বান জানাচ্ছি। সকলে যদি তার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, সফলতা আসতে বাধ্য।

কারসার কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সংস্থার চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করে সংস্থার কার্যক্রমকে তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য এমআরএ-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সার্বিক সহযোগিতার জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মসসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছান্তে,

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আবদুল কাইউম
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)।

কারসা পরিচিতি

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন মানের পরিবর্তন করতে নিশ্চিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার অংশীদার হিসেবে দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৬ সালে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) কাজ শুরু করে। আর্থিক স্বচ্ছলতার সহায়ক কাজ সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে অর্থ বিনিয়োগের সামর্থ্য না থাকার কারণে দারিদ্র্য নিরসন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবন মানের উন্নয়ন করতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। কারসা অনুধাবন করে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং ঋণ প্রাপ্তি দরিদ্র মানুষের অধিকার। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করা গেলে মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য কাজ করতে পারলে জীবন মানের উন্নয়ন করার পদক্ষেপও নিশ্চিত হয়। জীবন মানের উন্নতি করতে হলে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে হবে। শুরুতেই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ না করলেও এই উপলব্ধির যায়গা থেকে কারসা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ক্ষুদ্র ঋণের চার দশকের ইতিহাসে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের ব্যবস্থার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ অনেক বড় ভূমিকা রাখছে।

১৯৯৭ সাল থেকে কারসা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি কারসা পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের অংশীদার হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

লক্ষ্য

সদস্যদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত করে দারিদ্র্য দূর করা এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিহীন বৃত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, আয় বৃদ্ধি করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা ও ক্ষমতায়ন করা।

সংস্থার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দূর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস।
- আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহনশীল ফসল উৎপাদনে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় কর্ম এলাকায় স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষা সেবা ত্বরান্বিত করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে জন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, এসিড দগ্ধ ব্যক্তিসহ সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকার সুরক্ষা, স্থানীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণসহ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান।
- চরাঞ্চলের চাহিদাভিত্তিক কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প ও তাঁত শিল্পের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সমাবেশীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষিত নারী-পুরুষের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা।
- অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন, অন্তর্ভুক্তিকরণ, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও নিষ্ঠা, দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা, মানবিক মর্যাদা

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

১	অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল	সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (কারসা'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান)
২	অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ	সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, সোনালী ব্যাংক লিঃ
৩	অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা।
৪	ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ	অর্থনীতিবিদ, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা।
৫	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (কারসা'র প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি)
৬	জনাব এম এ মালেক	ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক
৭	জনাব রওনক আহমেদ	সমাজসেবক

কারসার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

উপদেষ্টা পরিষদ

সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে পরামর্শ গ্রহণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ-

১	অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল	সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২	জনাব আলবাব আখন্দ	অর্থনীতিবিদ
৩	জনাব আবদুর রশিদ	প্রকৌশলী ও সমাজসেবক
৪	ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ	পদার্থ বিজ্ঞানী
৫	ডাঃ আহমেদ হাসান	চিকিৎসক ও সমাজসেবক
৬	জনাব আহমেদ সেফাত	প্রকৌশলী ও সমাজসেবক

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল স্তরে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারসার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধরণী পর্যায় হলো সাধারণ পরিষদ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সংস্থার সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৮ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম ও পরিচয়

১	অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ	প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, সোনালী ব্যাংক লিঃ
২	জনাব সৈয়দ মাঈনুল হক	সমাজসেবক ও আইনজীবী
৩	ড. হোসেন জিল্লুর রহমান	অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪	জনাব সুলতানা রেবু	সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিক্ষাবিদ
৫	জনাব এম এ মালেক	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
৬	জনাব রাহাত আরা বেগম	সমাজসেবক
৭	জনাব আখতার হোসেন খান	অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সমাজসেবক
৮	জনাব মোহাম্মদ আলী আখন্দ	সমাজসেবক
৯	জনাব এ এইচ আহমেদ জামাল	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
১০	ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান	আন্তর্জাতিক শ্রম বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবক
১১	ডাঃ কাজী কামরুজ্জামান	চিকিৎসক ও সমাজসেবক, চেয়ারম্যান, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল
১২	জনাব আকতার হামিদ মাসুদ	সমাজসেবক
১৩	জনাব তাহমিনা বেগম	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সমাজসেবক
১৪	জনাব চৌধুরী মোশাররফ হুসাইন	সমাজসেবক
১৫	জনাব হরিপদ দাস	অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবক
১৬	বেগম নিলুফার	গবেষক ও সমাজসেবক
১৭	প্রফেসর এ এইচ আহমেদ নাছের	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সমাজসেবক
১৮	ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ-জামান	নির্বাহী পরিচালক, ইকো-সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও সমাজসেবক
১৯	জনাব জয়ন্ত কুমার বসু	সমাজসেবক
২০	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
২১	জনাব মোঃ আকতার হোসেন সান্নামাত এফসিএ	চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ও সমাজসেবক
২২	জনাব মিফতা নাঈম হুদা	নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) ও সমাজসেবক
২৩	সৈয়দা সাকিনা মুমতাজ হক	আইনজীবী ও সমাজসেবক
২৪	জনাব আবু নাছের আহমেদ ইসতিয়াক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজসেবক
২৫	জনাব অরুপ রাহী	সাংস্কৃতিক কর্মী ও সমাজসেবক
২৬	জনাব আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন	প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজসেবক
২৭	জনাব দূর আফসান চৌধুরী	সমাজসেবক
২৮	সৈয়দ ফেরদৌস হোসেন	সমাজসেবক

কারসা'র বর্তমান নির্বাহী কমিটি

২৭ অক্টোবর ২০২৩ হতে ২৭ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরের জন্য বা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত (যা আগে ঘটে) সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ হলেন-

ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান
চেয়ারম্যান

প্রফেসর এ এইচ আহমেদ নাছের
ভাইস চেয়ারম্যান

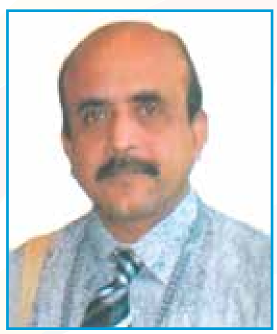

জনাব জয়ন্ত কুমার বসু
ট্রেজারার

জনাব মোহাম্মদ আলী আখন্দ
সদস্য

তাহমিনা বেগম
সদস্য

জনাব মিফতা নাঈম হুদা
সদস্য

সৈয়দা সাকিনা মুমতাজ হক
সদস্য

জনাব আবদুল কাইউম
সচিব

নির্বাহী কমিটির সভা

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কারসা'র নির্বাহী কমিটির মোট ৯টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোর নম্বর ও তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

সভা নং - ১৯১, তারিখঃ ৬ জুলাই ২০২৪।
সভা নং - ১৯২, তারিখঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
সভা নং - ১৯৩, তারিখঃ ৭ ডিসেম্বর ২০২৪।
সভা নং - ১৯৪, তারিখঃ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪।
সভা নং - ১৯৫, তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
সভা নং - ১৯৬, তারিখঃ ১০ মে ২০২৫।
সভা নং - ১৯৭, তারিখঃ ১৪ মে ২০২৫।
সভা নং - ১৯৮, তারিখঃ ২১ জুন ২০২৫।
সভা নং - ১৯৯, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২৫।

প্রতিটি সভায় বিভিন্ন আলোচ্য সূচিভিত্তিক আলোচনা শেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায় ও প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সহায়তায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক সভা ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থার বিভিন্ন স্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কারসা'র কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ

প্রধান কার্যালয়

জনাব আবদুল কাইউম
নির্বাহী পরিচালক/সচিব

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পরিচালক (অ্যাডমিন এন্ড মনিটরিং)

জনাব মোঃ ইকরামুল হক
সিনিয়র ডিজিএম (হিসাব)

জনাব এম এ জলীল
সিনিয়র এজিএম
(অ্যাডমিন এন্ড মনিটরিং)

জনাব দানিয়েল হালদার
অফিসার (হিসাব ও আইটি)

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুবায়ের
পিএস টু ইডি

জনাব রুবেল বকাউল
গাড়ি চালক

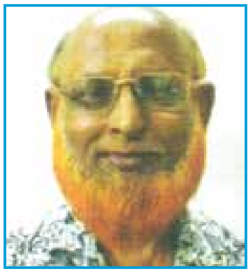

খন্দকার মোঃ সফিকুল ইসলাম
পিওন

সামাজিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক (সামাজিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ)

অডিট বিভাগ

জনাব মোহাম্মাদ ইউনুস আলী
সিনিয়র এএম

জনাব তৌহিদুজ্জামান
এএম

এরিয়া ম্যানেজার

জনাব মোহাম্মাদ আসাদ উজ্জামান
ভাংগা এরিয়া

জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
শরীয়তপুর এরিয়া

জনাব মোঃ নাহিদ হাসান
মাদারীপুর এরিয়া

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

জনাব মোঃ বশির আহমেদ
মস্তফাপুর

জনাব মোঃ আক্কাছ আলী
ভাংগা

জনাব বিমল চন্দ্র রায়
সদরপুর

জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মৃধা
কার্তিকপুর

জনাব আল আমিন শরীফ
গোসাইরহাট

জনাব মোঃ কামরুল হাসান
শিবচর

জনাব মোহাম্মদ আল-ইমরান
জাজিরা

জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা
কালকিনি

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
মাদারীপুর

জনাব মোঃ ছালাম হোসেন
আংগারিয়া

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
কালামৃধা

জনাব মোঃ সেলিম হোসেন
দত্তপাড়া

জনাব সুব্রত শিকদার
নড়িয়া

জনাব আঃ রাজ্জাক
ভেদরগঞ্জ

জনাব মোঃ আলী আজগর
টেকেরহাট

জনাব জুবায়ের হোসেন
মহারাজপুর

জনাব মোঃ রিপন হাওলাদার
আলীনগর

জনাব মোঃ তাওহীদুল ইসলাম
সাহেবরামপুর

জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন
কাউলীবেড়া

জনাব মোঃ মিলন হোসেন
ছিলারচর

সহকারি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

জনাব অমিত দাস
মাদারীপুর

রেশমা
সাহেবরামপুর

জনাব আজাদ হোসেন
মস্তফাপুর

জনাব সাগর খান
গোসাইরহাট

জনাব মোঃ কামরুল হাসান
ভাংগা

জনাব কামরুজ্জামান
আলীনগর

জনাব সালমান শাহ
শিবচর

কারসার তহবিলের উৎস

কারসার সকল কার্যক্রমের অর্থায়ন হয়ে আসছে তিনটি উৎস থেকে, যেমনঃ সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়, পিকেএসএফ ও ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং কারসার নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলসমূহ।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ

কারসা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৩১তম কর্মজীবন পার করছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নানা ঝুঁকি মোকাবিলা করে অন্যান্য বছরগুলোর মত আলোচ্য অর্থ বছরেও আমাদের অর্জন আছে। সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরছি-

আলোচ্য প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

আর্থিক অবস্থা

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর শেষে কারসার কর্মকাণ্ড ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলায় মোট ৬৮৮টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ২০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে এ বছর পর্যন্ত সংস্থার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে- ২৩,৩৭২ জন। জুন ২০২৫ পর্যন্ত কারসার ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ১,২৯৫ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়ের হার ৯৯.২৬%। ঋণ বিতরণ, ঋণস্থিতি, সঞ্চয়স্থিতি, উদ্বৃত্ত আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

- ❖ আলোচ্য বছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ২৩,৮৯,৮৯,৮৭৯/- টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৮,১৭,৯১,০৭০/- টাকা। এ বছরে উদ্বৃত্ত ৫,৭১,৯৮,৮০৯/- টাকা। ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২৩,০১,৯৯,৪৬৮/- টাকা।

- ❖ এ অর্থবছর শেষে সংস্থার মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৩১ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত ৪.৩১ কোটি টাকা ও এসএনডি হিসাবে ৮.৩৬ কোটি টাকাসহ সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৪৩.৬৭ কোটি টাকা।

- ❖ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২২.৭২ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই সঞ্চয় আরও ৪.৪৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ২৭.২১ কোটি টাকা। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৬.৮৬ কোটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই সঞ্চয় আরও ১.৬৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৫৫ কোটি টাকা। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঐচ্ছিক সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২.৩৫ কোটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই সঞ্চয় আরও ৬৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৯৮ কোটি টাকা। জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থার সর্বমোট সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৮.৭৪ কোটি টাকা যা মোট ঋণস্থিতির ২৯.৫৭%।

- ❖ আলোচ্য অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১৯২.২৩ কোটি টাকা, পূর্বের বছরে যা ছিল ১৪৬.৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ, আলোচ্য বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫.৪৬ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৯৫.২৭ কোটি টাকা এবং এ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পূর্বের বছরের তুলনায় ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৫.৭৩ কোটি টাকা।

- ❖ ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬.৫৫ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৯৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে আলোচ্য বছরে ফিল্ড অফিসার প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৫০ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪৪ লক্ষ টাকা।

- ❖ জুন ২০২৫-এ মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৮.৬২ কোটি টাকা যা মোট ঋণস্থিতির ৬.৫৮%। পূর্বের বছর খেলাপির পরিমাণ ছিল ৭.৮২ কোটি টাকা। জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৫.৪৮ কোটি টাকা। উক্ত কু-ঋণের বিপরীতে কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে শতভাগ টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলার কাউলিবেড়ায় ১টি নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ- এই চেতনা ধারণ করে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে ২০১২ সাল থেকে এবং এনায়েতনগর ইউনিয়নে ২০২৪ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রাইমারি স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে ১৮টি এবং এনায়েতনগর ইউনিয়নে ১৮টি সর্বমোট ৩৬টি বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান অব্যাহত আছে।

শিক্ষাবৃত্তি

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে কারসার সুবিধাভোগী পরিবারের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ২৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ২,৭৬,০০০/- টাকা এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ৩,০০,০০০/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ৩,২৪,০০০/- শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ১,২০,০০০/- শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরেও ১০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১২,০০০/- টাকা করে মোট ১,২০,০০০/- শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

সমাজের নানা ধরনের অবক্ষয় রোধে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর এবং এনায়েত নগর ইউনিয়নে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার কোম্পানী 'ডাটা সফ্ট সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেড' থেকে গ্রহণকৃত সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে সংস্থার সকল ব্রাঞ্চে AIS ও MIS সহ সব ধরনের প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে।

জনবল ও প্রশিক্ষণ

জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থার মোট জনবল (মাইক্রোক্রেডিট প্রোগামে ১২৯ জন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে ৬০) ১৮৯ জন। নিজস্ব ব্যবস্থাপনাসহ পিকেএসএফ-এর সহায়তায় তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জন সম্পদে পরিনত করা হয়। গত অর্থ বছরে কারসার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্থার আলীনগর ব্রাঞ্চে ৪০ জন এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনায় ৫ জন সহ মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

সদস্য কল্যাণ তহবিল

সংস্থার সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করলে (বুনিয়াদ এবং ৩ লক্ষ টাকার উপরের অগ্রসর ঋণ ব্যতীত) তার বিপরীতে ১%,বুনিয়াদ সদস্যদের ক্ষেত্রে ০.৫০% এবং ৩ লক্ষ টাকার উপরের অগ্রসর সদস্যদের ০% সদস্য কল্যাণ তহবিল জমা করার নিয়ম রয়েছে। উক্ত তহবিল হতে সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমন-মৃত্যুজনিত কারণে, ঋণের টাকায় চলমান প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত/নষ্ট হলে, যেমন- বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টি, সাইক্লোন/ঘূর্ণিঝড়, তুফান, আগুন লাগা ইত্যাদি, কোন সদস্য শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে প্রকল্প কার্যক্রম চালিয়ে নিতে অসমর্থ হলে, যেমন- শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকার গ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গ হানি, দুরারোগ্য ব্যাধি-ক্যানসার, কিডনি ডায়ালাইসিস বা প্রতিস্থাপন, লিভার সিরোসিস ও ব্রেইন টিউমার, কুষ্ঠ রোগ, প্যারালাইসিস ইত্যাদি হলে ঋণ মওকুফ করা হয়। তবে ৩ লক্ষ টাকার উপরের অগ্রসর ঋণীদের এ সুবিধা প্রদান করা হয় না। এছাড়াও মৃত্যুজনিত কারণে সদস্যের দাফন-কাফন বা অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নগদ ৩,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

হিসাব ও কার্যক্রম নিরীক্ষা

কারসার বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থার কার্যক্রম ও হিসাব নিকাশ অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে এ বছরে কার্যক্রম অডিট করেছে। অডিট রিপোর্টের আলোকে সংস্থার কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে এগিয়ে নেয়া সহ সকল কাজের গুণগত মানবৃদ্ধি পাচ্ছে।

কারসার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংস্থার ২০টি শাখায় মোট ৫৫টি অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি যেমন- অনিয়ম, অসংগতি, আত্মসাৎ, চুরি, বকেয়া ইত্যাদি ঘটনার অবকাশ থেকে যায়। আমাদের বেশির ভাগ ঋণ কার্যক্রম প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এবং কম শিক্ষিত, কম সচেতন মানুষদের নিয়ে পরিচালিত হয়। সচেতনতার অভাবে সদস্য পর্যায় থেকে সঠিক সময়ে সঠিক অভিযোগ পাওয়া সম্ভব হয়না। ফলে এ ধরনের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রোধ করার জন্য প্রত্যেক সংস্থারই অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং শাখা থাকে।

নির্বাহী পরিচালকের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ২ জন অফিসার নিয়ে একটি টিম কারসার অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক একজন অডিট ও মনিটরিং অফিসার সমিতি পরিদর্শন, অফিসের সকল রেজিস্টার ও নথিপত্র যেমন কালেকশন শীট, ভাউচার, ক্যাশবুক, লেজার ও ব্যাংক ব্যালান্স সরেজমিনে যাচাই করেন। অডিট শেষে তারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং ফিল্ড অফিসারদের সাথে মিটিং করে মনিটরিং-এ প্রাপ্ত ত্রুটি বিচ্যুতি, অনিয়ম ও অসংগতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং যে সব ভুল ভ্রান্তি তাৎক্ষণিক সংশোধন করা যায় সেগুলি সংশোধন করেন। মনিটরিং শেষে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালকের নিকটে পাঠানো হয়। এছাড়া অর্থ আত্মসাৎ, চুরি, দুর্নীতি এবং বিশেষ কোনো ঘটনা যা সংস্থার জন্যে ক্ষতিকর তা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাহী পরিচালককে অবহিত করা হয়। মনিটরিং-এ প্রাপ্ত ভুল ভ্রান্তি অনিয়ম ও অসংগতির বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হতে লিখিত ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ পদ্ধতির কারণে সকল কর্মকাণ্ডের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেল-এর মাধ্যমে ২০ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে আলীনগরে সংস্থার নিজস্ব ভবনে এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে কারসার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মাইক্রোক্রেডিটের ধারণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন কৌশল, স্থানীয় সমাজের ভূমিকা বা অংশগ্রহণ এবং রিপোর্টিং সিস্টেম, ব্যবস্থাপনা কৌশল, ব্রাঞ্চ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, গ্রাম সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা সৃষ্টি, নেতৃত্বের উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অফিস ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, দল গঠন ও দলীয় গতিশীলতা অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সদস্য, ঋণী ও প্রকল্প যাচাই, ঋণ আদায় পদ্ধতি, বকেয়া না পড়া, পড়লে তা আদায় কৌশল ইত্যাদি নিয়েও প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) হতেও এ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে সংস্থার ৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

এক নজরে কারসা

ক্র নং	বিবরণ	জন/টাকা (২০২৪)	জন/টাকা (২০২৫)
১	মোট ব্রাঞ্চ সংখ্যা	১৯	২০
২	মোট স্টাফ সংখ্যা	১২৫	১২৯
৩	মোট সদস্য সংখ্যা	২৪,৮১৭	২৩,৩৭২
৪	মোট ঋণ গ্রহীতা সংখ্যা	১৭,১৫০	১৭,৩১৮
৫	মোট সমিতির সংখ্যা	১,৮৩৪	১,৮৩৮
৬	পিকেএসএফ হতে ঋণ গ্রহণ মোট (পুঞ্জীভূত)	২৩১,৪১,২৩,৭০০	২৭০,৪১,২৩,৭০০
৭	পিকেএসএফ-কে ঋণ ফেরত মোট (পুঞ্জীভূত)	১৮০,৪৩,৫৭,০৩৯	২০৮,৮৭,৭৩,৭০০
৮	পিকেএসএফ-এর মোট পাওনা	৫০,৯৭,৬৬,৬৬১	৬১,৫৩,৫০,০০০
৯	মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতি	৯৫,২৭,৬০,৩১৯	১৩১,০০,৩৯,১৪৩
১০	সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি	৩১,৯৩,৭৪,৬৪৬	৩৮,৭৪,১১,০১৬
১১	মাঠ পর্যায়ে মোট বকেয়া	৭,৮২,৪৩,৬২৭	৮,৬২,৩৭,৩৩৬
১২	নীট উদ্বৃত্ত (পুঞ্জীভূত)	১৭,৩০,০০,৬৫৯	২৩,০১,৯৯,৪৬৮
১৩	নীট উদ্বৃত্ত (চলতিবছর)	৩,৮৩,৫৩,৭৯০	৫,৭১,৯৮,৮০৯

ঋণ কর্মসূচি

কারসা বর্তমানে ২০টি ব্রাঞ্চ এবং ১২৯ জন কর্মীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলার ১৩০টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় ৬৮৮টি গ্রামে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার প্রকল্পে তার নিজস্ব বিনিয়োগ এবং ঐ প্রকল্পে তার ঋণ চাহিদা বিবেচনা করে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

ঋণ কম্পোনেন্টসমূহ হলো- জাগরণ, জাগরণ (GOB),অগ্রসর, অগ্রসর-এমডিপি,অগ্রসর-এমএফসিই, বুনিয়াদ, সুফলন ও আয়বর্ধনমূলক ঋণ।

বিগত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতি বেড়েছে। ৩০ জুন ২০২৪-এ ঋণস্থিতি ছিল ৯৫,২৭,৬০,৩১৯/- টাকা; পক্ষান্তরে ২০২৫ সালের একই তারিখে ঋণস্থিতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১,০০,৩৯,১৪৩/- টাকা। যা পূর্বের অর্থবছরের চেয়ে ৩৫,৭২,৭৮,৮২৪/- টাকা বেশি। সংস্থার এ বছরের নিয়মিত আদায়ের হার (ওটিআর রেট) হচ্ছে ৯৬.৯২%, যা গত বছর ছিল ৯৭.৮৪%। উল্লেখ্য, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য ওটিআরের ন্যূনতম হার হচ্ছে ৯২%। ঋণ কার্যক্রমে বর্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ২৩,৩৭২ জন। এর মধ্যে ঋণীসদস্য ১৭,৩১৮ জন। এসব সদস্যের মোট সঞ্চয় স্থিতি রয়েছে ৩৮,৭৪,১১,০১৬/- টাকা। পক্ষান্তরে ২০২৪ সালের একই তারিখে মোট সঞ্চয় স্থিতি ছিল ৩১,৯৩,৭৪,৬৪৬/- টাকা।

ক্র নং	কম্পোন্যান্টের নাম	কিস্তির ধরণ	লাভের হার	সর্বনিম্ন সিলিং	সর্বচ্চো সিলিং	লক্ষিত জনগোষ্ঠী
১	বুনিয়াদ	সাপ্তাহিক	১৯.৭৪%	২,০০০/-	৫০,০০০/-	নিম্ন আয়ের সদস্য
২	জাগরণ	সাপ্তাহিক	২৩.৯৪%	২,০০০/-	১,২০,০০০/-	নিম্ন মধ্যবিত্ত সদস্য
৩	আয়বর্ধন	সাপ্তাহিক	২৩.৯৪%	২,০০০/-	১,২০,০০০/-	নিম্ন মধ্যবিত্ত সদস্য
৪	আয়বর্ধন	মাসিক	২৩.৮৮%	৬০,০০০/-	১০,০৮,০০০/-	মধ্যবিত্ত সদস্য
৫	অগ্রসর	সাপ্তাহিক	২৩.৯৪%	৬০,০০০/-	১,২০,০০০/-	মধ্যবিত্ত সদস্য
৬	অগ্রসর	মাসিক	২৩.৮৮%	৬০,০০০/-	১০,০৮,০০০/-	মধ্যবিত্ত সদস্য
৭	অগ্রসর-এমএফসিই	মাসিক	১৭.৮০%	৬০,০০০/-	১০,০৮,০০০/-	মধ্যবিত্ত সদস্য
৮	সুফলন	মাসিক	২১.৪৬%	১০,০০০/-	৯৬,০০০/-	নিম্ন মধ্যবিত্ত সদস্যদের (সাপোর্টিং ঋণ)
৯	সুফলন	এককালীন	২৪%	১০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	নিম্ন মধ্যবিত্ত সদস্যদের (গরু মোটা তাজাকরণ কাজে)
১০	আয়বর্ধন	এককালীন	২৪%	১০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	নিম্ন মধ্যবিত্ত সদস্যদের (গরু মোটা তাজাকরণ কাজে) শুধুমাত্র সমৃদ্ধি কর্মসুচিভুক্ত ইউনিয়ন (আলীনগর)
১১	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	মাসিক	৭.৫০%	২,০০০/-	১০,০০০/-	নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের, শুধুমাত্র সমৃদ্ধি কর্মসুচি ভুক্ত ইউনিয়ন (আলীনগর)
১২	সম্পদ সৃষ্টি	মাসিক	৭.৫০%	২,০০০/-	৩০,০০০/-	নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের, শুধুমাত্র সমৃদ্ধি কর্মসুচি ভুক্ত ইউনিয়ন (আলীনগর)

এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিবরণী

কর্মসূচির নাম	সুদের হার (ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতি)	মোট ঋণস্থিতি (জুন ২০২৪)	মোট ঋণস্থিতি (জুন ২০২৫)	সার্ভিস চার্জ (জুন ২০২৪)	সার্ভিস চার্জ (জুন ২০২৫)
জাগরণ	২৩.৯৪%	২২,৩৪,২২,২৮৪	১৯,২৭,৩৬,৩৬৪	৫,০৯,৪০,৯০৯	৪,৪৭,৬০,০২১
অগ্রসর	২৩.৯৪%	৫৭,১১,৪০,৭৬৬	৯১,৯৯,৮৯,৩৭৭	৯,৮০,৬৭,৬৭৮	১৫,০৪,৬৭,৫০২
অগ্রসর-এমডিপি	১৮.০০%	১৬,০১,১৪৮	৩,৯৮,৩৩১	২০,১৭,৩২৪	১,৭১,০৭৮
অগ্রসর-এমএফসিই	১৭.৮০%	৩,২২,৩৬,৫৫৩	৬,৫০,৮৮,৪৪৯	৪৩,৫৭,০৬৭	৮৫,৩৭,৫৭৫
বুনিয়াদ	১৯.৭৪%	২,১৬,৪১,১৪৮	২,২৮,০৭,১৮০	৩০,৩৯,৯০৪	৩৪,৬২,০৮১
সুফলন	২৪.০০%	৫,৯৩,০২,৭৭১	৬,৬৭,৩৯,৭০৩	১,৪৮,২০,১৭৩	১,৪২,০৮,৬৪৭
এলআরএল	৮.০০%	৪,০১,৩৭৯	১,২৭,২৭২	১১,১৩,৪৫১	৩১,১৮৭
আয়বর্ধনমূলক	২৪.০০%	৪,২৮,৯২,৩১৯	৪,২১,২৮,৭৫৫	১,০৭,২৭,৩৬১	১,২২,৪১,২৪২
সম্পদ সৃষ্টি	৭.৫০%	১,২১,৯৪৯	২৩,৮১২	২১,০৩০	৫,৮৮৮
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	৮%	-	-	৮,১২০	-
	মোট	৯৫,২৭,৬০,৩১৯	১৩১,০০,৩৯,১৪৩	১৮,৫১,১৩,০১৭	২৩,৩৮,৮৫,২২১

ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া

কোন সদস্যের ঋণ প্রয়োজন হলে সমিতির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতি-পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে ঋণ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে ফিল্ড অফিসার ঋণের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যথাযথভাবে পূরণ করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট উপস্থাপন করেন। অতঃপর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ঋণ প্রস্তাবপত্র ও ঋণী যাচাই-বাছাই শেষে এরিয়া ম্যানেজারের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত দিনে ঋণ বিতরণ করেন। ঋণ আবেদনের ৭-১৫ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের নিকট হতে গৃহীত ফি

ভর্তি ফি বাবদ ১০/- টাকা, পাশবই বাবদ ১০/- টাকা ও ঋণ আবেদন ফরম বাবদ ৫/- টাকা, সর্বমোট ২৫/- টাকা গ্রহণ করা হয়।

ঋণের কিস্তি আদায় এবং পরিশোধের মেয়াদ

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ঋণ বিতরণ করায় সর্বনিম্ন ১৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৮ দিন পরে কিস্তি আদায় শুরু হয়ে এবং ৪৬ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয় এবং মাসিক ঋণ সর্বোচ্চ ২৪ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।

এক নজরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির চিত্র

আলোচ্য অর্থবছরে মোট ঋণস্থিতি	১৩১.০০,৩৯,১৪৩/-
পূর্বের অর্থবছরে ঋণস্থিতি	৯৫,২৭,৬০,৩১৯/-
পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৫,৭২,৭৮,৮২৪/-
আলোচ্য অর্থবছরে সার্ভিস চার্জ আয়	২৩,৩৮,৮৫,২২১
পূর্বের অর্থবছরে সার্ভিস চার্জ আয়	১৮,৫১,১৩,০১৭/-
পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় বর্তমানে সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছে	৪,৮৭,৭২,২০৪/-
৩০ জুন ২০২৫ তারিখে মোট বকেয়া সদস্য	৩,০৫৮ জন
৩০ জুন ২০২৫ তারিখে মোট বকেয়া	৮,৬২,৩৭,৩৩৬/-
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৫,৪৮,৮৫,৬৮৪/-
আলোচ্য বছরে বকেয়া বৃদ্ধি পেয়েছে আলোচ্য অর্থবছরে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে	৭৯,৯৩,৭০৯/- ৫,৭১.৯৮,৮০৯/-
এ পর্যন্ত ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে	২৩,০১,৯৯,৪৬৮/-

ঋণ কার্যক্রমের প্রধান প্রধান প্রকল্পের বর্ণনা

জাগরণ ঋণ

আলোচ্য বছরে এই প্রকল্পের চালচিত্র-

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	১৯,২৭,৩৬,৩৬৪	২২,৩৪,২২,২৮৪	-৩,০৬,৮৫,৯২০
সার্ভিস চার্জ আদায়	৪,৪৭,৬০,০২১	৫,০৯,৪০,৯০৯	-৬১,৮০,৮৮৮
মোট বকেয়া	২,৫১,০০,২০৭	২,৯৯,৮২,৪৯৩	-৪৮,৮২,২৮৬
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	২,০৩,০৫,৮৯৯	২,৩০,৪২,৪৩৪	-২৭,৩৬,৫৩৫
বকেয়া সদস্য	১,৬৭৭	২,১৯২	-৫১৫
সঞ্চয় স্থিতি	১৫,৬৪,০৬,৫৪৭	১৫,৪১,৯১,৩২২	২২,১৫,২২৫
সদস্য সংখ্যা	১২,৬১৪	১৫,৫৪৭	-২,৯৩৩
ঋণী সংখ্যা	৭,১৯৬	৮,৬২৮	-১,৪৩২

কালামৃধা ব্রাঞ্চের জাগরণ কম্পোনেন্টের তিস্তা মহিলা সমিতির সদস্য জনাব মিসকো বেগম-এর লাউ চাষ প্রকল্প।

অগ্রসর ঋণ

আলোচ্য বছরে এই প্রকল্পের চালচিত্র-

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৯১,৯৯,৮৯,৩৭৭	৫৭,১১,৪০,৭৬৮	৩৪,৮৮,৪৮,৬০৯
সার্ভিস চার্জ আদায়	১৫,০৪,৬৭,৫০২	৯,৮০,৬৭,৬৭৮	৫,২৩,৯৯,৮২৪
মোট বকেয়া	৪,৬৮,০৫,৮৭৩	৩,৪৯,০৮,৭৪৬	১,১৮,৯৭,১২৭
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	২,৪৬,০৭,৮৩৫	২,৩৩,১৬,৩৯০	১২,৯১,৪৪৫
বকেয়া সদস্য	৬৫৮	৫৫৮	১০০
সঞ্চয় স্থিতি	২০,১৩,১৮,০৫০	১৩,৪৭,৪০,৫৫৩	৬,৬৫,৭৭,৪৯৭
সদস্য সংখ্যা	৭,৩৩৪	৫,৭৮০	১,৫৫৪
ঋণী সংখ্যা	৫,৪৬৩	৩,৯৭৫	১,৪৮৮

মস্তফাপুর ব্রাঞ্চের সুগন্ধা পুরুষ সমিতির অগ্রসর সদস্য জনাব মোঃ ইমরান হুসাইন-এর দোকান।

বুনিয়াদ ঋণ

দরিদ্র মানুষের ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সূচনা হয় বুনিয়াদ ঋণের মাধ্যমে

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	২,২৮,০৭,১৮০	২,১৬,৪১,১৪৮	১১,৬৬,০৩২
সার্ভিস চার্জ আদায়	৩৪,৬২,০৮১	৩০,৩৯,৯০৪	৪,২২,১৭৭
মোট বকেয়া	৩৫,২৫,৯০৫	৪৮,৫০,৭২০	-১৩,২৪,৮১৫
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৩০,৯২,৯৯৫	৪৪,৩৭,৯২৮	-১৩,৪৪,৯৩৩
বকেয়া সদস্য	৩৬৮	৫৩৪	-১৬৬
সঞ্চয় স্থিতি	১,৬৯,৯২,২০২	১,৩৪,৭৩,০৭৪	৩৫,১৯,১২৮
সদস্য সংখ্যা	২,৮০৭	২,৭৭১	৩৬
ঋণী সংখ্যা	১,৪৬৫	১,৬৪০	-১৭৫

কালামৃধা ব্রাঞ্চের বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সাগরীকা মহিলা সমিতির সদস্যা জনাব আসমা বেগমের আখ চাষ।

সুফলন ঋণ

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৬,৬৭,৩৯,৭০৩	৫,৯৩,০২,৭৭১	৭৪,৩৬,৯৩২
সার্ভিস চার্জ আদায়	১,৪২,০৮,৬৪৭	১,৪৮,২০,১৭৩	-৬,১১,৫২৬
মোট বকেয়া	৬৯,৩২,৩০২	৬৬,৪০,৮৫৯	২,৯১,৪৪৩
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৫০,৯২,৪৮৫	৫৪,৫২,০৫০	-৩,৫৯,৫৬৫
বকেয়া সদস্য	৩৭৬	৪৩৭	-৬১
সদস্য সংখ্যা	২,৭৯১	২,৬৮১	১১০
ঋণী সংখ্যা	২,৭৯১	২,৬৮১	১১০

আলীনগর ব্রাঞ্চের বন্ধন মহিলা সমিতির সুফলন ঋণ কার্যক্রমের সদস্য জনাব নাজমা বেগমের পান চাষ প্রকল্প।

আয়বর্ধনমূলক ঋণ

বিবরণ	৩০ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৪	হ্রাস/বৃদ্ধি
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	৪,২১,২৮,৭৫৫	৪,২৮,৯২,৩১৯	-৭,৬৩,৫৬৪
সার্ভিস চার্জ আদায়	১,২২,৪১,২৪২	১,০৭,২৭,৩৬১	১৫,১৩,৮৮১
মোট বকেয়া	১৯,৫৫,২২৪	৮,২৮,৫২৫	১১,২৬,৬৯৯
মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৮,৮৮,৯৪২	৪,৬৭,৪৫০	৪,২১,৪৯২
বকেয়া সদস্য	৪৭	৩৮	৯
সঞ্চয় স্থিতি	১,২৬,৯৪,২১৭	১,৬৯,৬৯,৬৯৭	-৪২,৭৫,৪৮০
সদস্য সংখ্যা	৬৯৭	৭৯৬	-৯৯
ঋণী সংখ্যা	৪৮৫	৫১১	-২৬

আলীনগর ব্রাঞ্চের সবুজ সাথী মহিলা সমিতির সদস্য জনাব রিনা বেগম-এর গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প।

সঞ্চয় কার্যক্রম

পুঁজি গঠনে সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিধায় সদস্যদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই কারসা গরীবের ব্যাংকের মতো সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও নিশ্চয়তার সক্ষমতা তৈরি করতে সদস্যদের সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয়ের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। কারসায় নিম্নোক্ত ৩ ধরনের সঞ্চয় প্রকল্প চলমান আছে-

নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় (বাধ্যতামূলক)

কারসার সকল সদস্য প্রতি সপ্তাহে বাধ্যতামূলক ন্যূনতম ১০/-টাকা করে সঞ্চয় জমা করে থাকেন। এই জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে ৬% হারে সুদ প্রদান করা হয়। সদস্যগণ বিপদে-আপদে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় সমিতি অথবা অফিস থেকে তার জমাকৃত সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারেন। আলোচ্য বছরে মোট সদস্য সংখ্যা ২৩,৩৭২ জনের কাছ থেকে সঞ্চয় বাবদ আদায় হয়েছে ১৯,৩১,৪১,৬১৭/-টাকা। সঞ্চয় ফেরত দেওয়া হয়েছে ১৪,৮২,৭২,২২৮/-টাকা। বর্তমানে মোট সঞ্চয় স্থিতি আছে ২৭,২১,২১,০৯৮/- টাকা। বর্তমানে সদস্য প্রতি গড় সঞ্চয় স্থিতি আছে প্রায় ১১,৬৪৩/-টাকা।

মেয়াদী সঞ্চয়

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে এ তহবিলে সর্বমোট ৮,৫৪,৬৯,৫০২/- টাকা স্থিতি আছে। মাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয় করার জন্য এই প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে। এটি সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত, তবে বাধ্যতামূলক নয়, বরং ঐচ্ছিক। সদস্য ইচ্ছা করলে যে কোন সময় মেয়াদী আমানত হিসাব বন্ধ করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সুদসহ জমানো টাকা ফেরত দেয়া হয়। মাসিক জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১০০/-টাকা বা এর গুণিতক হবে।

ঐচ্ছিক সঞ্চয়

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে এ তহবিলে সর্বমোট ২,৯৮,২০,৪১৬ /- টাকা স্থিতি আছে। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এ সঞ্চয় জমা করা যায়। এটি সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত, তবে বাধ্যতা মূলক নয়। সদস্য ইচ্ছা করলে মাসের যে কোন সময় ঐচ্ছিক সঞ্চয় হিসাব খুলতে বা বন্ধ করতে পারেন। এই সঞ্চয়ের উপর ৭% সুদ প্রদান করা হয়। এ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে না এবং যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা করতে পারবে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থার মান

পুঁজির তুলনায় দায়-এর অনুপাতঃ (Debt to Capital Ratio)

সংস্থার নিজস্ব তহবিলের দ্বারা দায় পরিশোধের ক্ষমতা এই অনুপাতের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বোচ্চ অনুপাত হচ্ছে ৯ঃ১। আমাদের এই অনুপাত হচ্ছে ৪.৯৬ ঃ ১।

পুঁজির তুলনায় দায় (২০২৩-২০২৪)	পুঁজির তুলনায় দায় (২০২৪-২০২৫)
৯.৪৯ ঃ ১	৪.৯৬ ঃ ১

কার্যক্রমে পুঁজির ব্যবহারের হারঃ (Capital Adequacy Ratio)

সংস্থার আর্থিক সচ্ছলতা পরিমাপের জন্য এই অনুপাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অনুপাত মোট তহবিলের কী পরিমাণ অংশ সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই অনুপাত ন্যূনতম ১৫% থাকা ভাল। আমাদের এই অনুপাত ১৭.২৬%।

পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত (২০২৩-২০২৪)	পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত (২০২৪-২০২৫)
১৭.৭৪%	১৭.২৬%

দায় পরিশোধের ক্ষমতাঃ (Debt Service Cover Ratio)

পুঁজির তুলনায় দায় (২০২৩-২০২৪)	পুঁজির তুলনায় দায় (২০২৪-২০২৫)
১.১৩:১	১.১৭:১

বিগত বছরে আমাদের দায় পরিশোধের ক্ষমতা ছিল ১.১৩:১ যা এ বছর হয়েছে ১.১৭:১। যদিও পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক দায় পরিশোধের ন্যূনতম হার ১.২৫:১ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এক টাকা পরিশোধ করতে সংস্থার ১.২৫ গুণ দায় গ্রহণযোগ্য।

তারল্য-সঞ্চয় হারঃ (Liquidity Ratio)

বর্তমানে সংস্থার ব্রাঞ্চ পর্যায়ে সঞ্চয় ফেরত ও অন্যান্য খরচ মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্য বিদ্যমান রয়েছে। সংস্থার বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩৮,৭৪,১১,০১৬/- টাকা যার বিপরীতে তারল্যের পরিমাণ রয়েছে এফডিআর হিসেবে ১,৯৫,৭৪,৮২৩/- টাকা এবং হাতে নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স হিসেবে ১,৯১,৬৬,২৭৯/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩,৮৭,৪১,১০২/- টাকা যা মোট সঞ্চয় তহবিলের ১০%। এমআরএ এবং পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই তারল্যের অনুপাত ন্যূনতম ১০% থাকার নিয়ম রয়েছে।

ধারাবাহিকভাবে তিন অর্থবছরের আর্থিক পর্যালোচনা

সংস্থার আর্থিক অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংস্থার আর্থিক সামর্থ্য ও ভিত্তি ক্রমাগতভাবে মজবুত হচ্ছে। নিম্নোক্ত ছকে বিগত ৩ বছরের অর্জিত ফলাফলগুলো উপস্থাপন করা হলো। আর্থিক মূল্যায়নের অধিকাংশ মানদন্ডেই ক্রমাগতভাবে কারসার অগ্রগতি প্রতিভাত হচ্ছে।

নং	অর্জিত কর্মফলের অনুপাত বিশ্লেষণ	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	পিকেএসএফ এর মানদণ্ড
১	পুঁজির তুলনায় দায় (Debt to Capital Ratio)	৪.৩৬ ঃ ১	৯.৪৯ ঃ ১	৪.৯৬ ঃ ১	৯:১
২	পুঁজির ব্যবহারের হার (Capital Adequacy Ratio)	১৫.৬৩%	১৭.৭৪%	১৭.২৬%	১৫%
৩	দায় পরিশোধ ক্ষমতা (Debt Service Cover Ratio)	১.০৯:১	১.১৩:১	১.১৭:১	১.২৫:১
৪	তারল্য-সঞ্চয় হার (Liquidity Ratio)	১৫.%	৯.৫৮%	১০%	১০%
৫	চলতি অনুপাত (Current Ratio)	১.৬৩:১	১.৬৩:১	১.৭৩:১	২:১
৬	পুঁজির আয়বর্ধনের হার (Return on Capital)	৭.৭১%	১২.৪৭%	১৪.১৯%	১%
৭	ক্রমপুঞ্জীভূত আদায় হার (CRR)	৯৯.২২%	৯৯.২৩%	৯৯.২৬%	৯৫%
৮	চলতি আদায়ের হার (OTR)	৯৭.৮৪%	৯৭.৭৫%	৯৬.৯২%	৯২%
৯	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণস্থিতি (PAR)	১০.৫৪%	১০.০২%	৮.৫৩%	১০%
১০	ঋণী কভারেজ (Loanee Coverage)	৭০.২৭%	৬৯.১১%	৭৪.১০%	৭০%
১১	এফও: মোট কর্মী (%)	৬৮.১৮%	৬৭.২০%	৬৭.৪৪	-
১২	এফও প্রতি সদস্য	২৮৫	২৯৫	২৬৮	৩০০-৪০০
১৩	এফও প্রতি ঋণী	১৯৬	২০৪	১৯৯	২৪০-৩৫০
১৪	এফও প্রতি সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৩২ লক্ষ	৩৮ লক্ষ	৪৪ লক্ষ	-
১৫	এফও প্রতি ঋণস্থিতি	৯৩ কোটি	১১৩ কোটি	১৫০ কোটি	২৫-৩০ লক্ষ

ধারাবাহিকভাবে পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত চিত্র

নং	অর্জিত কর্মফলের অনুপাত বিশ্লেষণ	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
১	ব্রাঞ্চ সংখ্যা	১৯	১৯	১৯	১৯	২০
২	জনবল সংখ্যা	১৩৫	১৩২	১৩২	১২৫	১২৯
৩	এফও সংখ্যা	৯৩	৮৭	৯০	৮৪	৮৭
৪	সদস্য সংখ্যা	২৫,১৬৪	২৫,৪২৪	২৫,১৭৫	২৪,৮১৭	২৩,৩৭২
৫	ঋণী সদস্য সংখ্যা	১৬,৭৬৬	১৮,৫৮৩	১৭,৬৯১	১৭,১৫০	১৭,৩১৮
৬	সমিতি সংখ্যা	১,৭৯৮	১,৮১০	১,৮২৭	১,৮৩৪	১,৮৩৮
৭	সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	২৪,০৬,৭৫,৬৪৩	২৭,২০,৮০,৫৬৩	২৮,৬৮,৪৯,৮৯৯	৩১,৯৩,৭৪,৬৪৬	৩৮,৭৪,১১,০১৬
৮	মাঠে ঋণস্থিতি (টাকা)	৫৭,২৫,৬১,২৩০	৭৭,৪৩,৮৯,১৩৩	৮৩,৯১,১৮,৪৪৭	৯৫,২৭,৬০,৩১৯	১৩১,০০,৩৯,১৪৩
৯	বকেয়ার পরিমাণ (টাকা)	৯,৪২,১০,২২২	৮,২৪,৫৪,৬৭২	৬,৮৬,৬১,২৮৮	৭,৮২,৪৩,৬২৭	৮,৬২,৩৭,৩৩৬
১০	বাৎসরিক উদ্বৃত্ত (টাকা)	১৬,১১,৩০৯	৫০,৪৪,৯৭১	১,৯২,৮০,৬৩৪	৩,৮৩,৫৩,৭৯০	৫,৭১,৯৮,৮০৯
১১	এ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত (টাকা)	১১,০৩,২১,২৬৩	১১,৫৩,৬৬,২৩৫	১৩,৪৬,৪৬,৮৬৯	১৭,৩০,০০,৬৫৯	২৩,০১,৯৯,৪৬৮

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের পরিকল্পনা

সংস্থার বর্তমান সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আগামী অর্থ বছরে আমরা নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি-

নং	বিবরণ	সংখ্যা/টাকা
১	শাখা স্থাপন	৪ টি
২	জনবল নিয়োগ	২০ জন
৩	থানা/উপজেলা	১টি
৪	ইউনিয়ন	১৫টি
৫	গ্রাম	৩০ টি
৬	সমিতি গঠন	১৫০টি
৭	সদস্য ভর্তি	২,০০০ জন
৮	ঋণ গৃহীতা বৃদ্ধি	১,৪০০ জন
৯	ঋণ বিতরণ	২২৯,৭৫,৮০,০০০ টাকা
১০	ঋণ আদায়	১৯২,৬৪,৬০,৫০০ টাকা
১১	ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পাবে	৩৭,১১,১৯,৫০০ টাকা
১২	ঋণস্থিতি দাঁড়াবে	১,৬৮,১১,৫৮,৬৪৩ টাকা
১৩	সঞ্চয় আদায়	৩০,৬৩,১৯,০০০ টাকা
১৪	সঞ্চয় ফেরত/উত্তোলন	২০,৫৭,৮২,০০০ টাকা
১৫	সঞ্চয় স্থিতি বৃদ্ধি পাবে	১০,০৫,৩৭,০০০ টাকা
১৬	সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়াবে	৪৮,৭৯,৪৮,০০০ টাকা
১৭	মূলধনী খাতে ব্যয় (ভূমি, যানবাহন, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ)	১,১৮,৪৫,০০০ টাকা
১৮	সার্ভিস চার্জ আদায়	২৯,৩০,০৮,১৯০ টাকা
১৯	ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি	৫২,৩৭,০০০ টাকা
২০	পিকেএসএফকে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ	৩,৮৬,৭৭,৬৫০ টাকা
২১	বেতন-ভাতা খরচ	৮,৩৭,৭০,০০০ টাকা
২২	অফিস খরচ	৩৫,২৭,০০০ টাকা
২৩	সদস্যদের সুদ প্রদান	৩,১০,৪১,০০০০ টাকা
২৪	মোট আয়	২৯,৯২,৪৮,১৯০ টাকা
২৫	মোট ব্যয়	২৩,৪২,৪৮,১৯০ টাকা
২৬	নীট উদ্বৃত্ত	৬,৫০,০০,০০০ টাকা
২৭	সদস্য কল্যাণ তহবিল আদায়	৯১,৩০,০০০ টাকা
২৮	সদস্য কল্যাণ তহবিল ফেরত	৬০,৮০,০০০ টাকা
২৯	সদস্য কল্যাণ তহবিল স্থিতি বাড়বে	৩০,৫০,০০০ টাকা
৩০	সদস্য কল্যাণ তহবিলের স্থিতি দাঁড়াবে	৩,১৯,০৮,০১১ টাকা
৩১	পিকেএসএফ থেকে ঋণ গ্রহণ	৫০,০০,০০,০০০ টাকা
৩২	পিকেএসএফকে ঋণ পরিশোধ	৩১,৮৭,৮৫,০০০ টাকা
৩৩	পিকেএসএফ-এর পাওনা বাড়বে	১৮,১২,১৫,০০০ টাকা
৩৪	পিকেএসএফ-এরপাওনা দাঁড়াবে	৭৯,৬৫,৬৫,০০০ টাকা
৩৫	সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয়	৩২,০০,০০০ টাকা
৩৬	ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ	১০,৭০,০০,০০০ টাকা

কেস স্টাডি

সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চ বদলে যাওয়া নারী- নয়ন তারা

ইচ্ছাই শক্তি। ইচ্ছা আর মনবলই মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে। কাজে একাগ্রতা আর স্বল্প পুঁজি অনেক সময় জীবনে বয়ে আনে বড় সফলতা। তারই প্রমাণ মেলে মাদারীপুর জেলার, কালকিনি উপজেলার ,খলিসাডুবি গ্রামের নয়ন তারার ক্ষেত্রে। তার দুর্বিষহ জীবন মুছে গিয়ে ফিরে এসেছে আর্থিক সচ্ছলতা। ফিরে পেয়েছে সামাজিক মর্যদাসহ সকল ধরনের অধিকার। অথচ ক'দিন আগেও মাদারীপুর এরিয়ার সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চের সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চ বদলে যাওয়া নারী- নয়ন তারা রাখালিয়া মহিলা সমিতির সদস্য নয়ন তারার স্বামী-নরেন মন্ডল দিন মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যে দিন কাজ পেতেন সেদিন কোন মতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দু-মুঠো খেয়ে থাকতেন। সাধ থাকা সত্ত্বেও ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারেননি নয়ন তারা। না খেয়ে অর্ধাহারে দিনের পর দিন কাটাতো নয়ন তারা ও তার পরিবার। নয়ন তারা ভাবলেন সংসারের একটু বাড়তি আয়ের জন্য নিজেকেই কিছু একটা করতে ইহবে। আত্নীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও বিত্তবানদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা চেয়েও পাননি। তাদের কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। একদিকে প্রায় কর্মহীন স্বামী অন্যদিকে ক্ষুধা আর নির্ঘূম রাত নয়ন তারার জীবন দুর্বিষহ করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী ও বিত্তবানদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা না পেয়ে ভেঙে পড়েন তিনি। কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকে না।

নয়ন তারা জানতো ব্যবসা করা বা বড় বড় কল কারখানা করার জন্য ব্যাংক লোন দিয়ে থাকে। কিন্তু এটাও জানতো ব্যাংক লোন দেয় শুধু ধনী মানুষদের গরীবের জন্য কোন লোন নেই। এ ভাবেই বলতে ছিলো তার এক নিকটতম স্বজনের কাছে। ভাগ্যক্রমে এসব কথা শুনতে পেয়েছেন সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)'র একজন দক্ষ ফিল্ড অফিসার। নয়ন তারাকে কাছে ডাকলেন নয়ন তারার বাড়িতে গেলেন এবং জীবনের সকল গল্প শুনলেন। তাকে পরামর্শ দিলেন স্বামীর কাজের পাশাপাশি নিজেই কিছু করার জন্য। তার সাথে এটাও বললেন যে তাকে ঋণ সহায়তা দিয়ে তার পাশে থাকার কথা। কথামতো কাজ শুরু হলো কারসা পরিবারের সাথে পথ চলা।

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) এর বুনিয়াদ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নয়ন তারা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কারসার সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চের রাখালিয়া মহিলা সমিতির সদস্য হন। এবং প্রথমে ১০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৮,০০০/-টাকা দিয়ে হোগলা পাতা ক্রয় করে কাজ শুরু করেন। বাকী ২,০০০/-টাকা দিয়ে ছেলে ও মেয়েকে স্কুল ড্রেস ও বই খাতা ক্রয় করে স্কুলে ভর্তি করেন। স্বামীও তার কাজের ফাঁকে বাজারজাত করতে সহায়তা করেন। হোগলা পাতা দিয়ে হোগলা বুনন এবং বিক্রয় করেন। এতে তিনি খুব ভালভাবে এগোতে লাগলো। প্রতিদিন ৪/৫টি হোগলা বুনন ও অন্যান্য উপকরণ বানাতে পারে। তার এই পন্য তৈরির কাচামাল ও তার অন্যান্য ব্যয় (পাতা ক্রয়, রং, পরিবহন ভাড়ার খরচসহ) হয় মাত্র ২০০/--২৫০/-টাকা আর তা বিক্রি করেন ৪৮০/- -৬০০/- টাকা। এতে তার সপ্তাহে গড় লাভ হয় ১,৯৬০-২,৪৫০/- টাকা। ভালভাবে সংসার চলতে শুরু করে তার। নয়ন তারা উপার্জিত আয়ের কিছু অংশ কারসায় সঞ্চয় জমা করেন। আস্তে আস্তে তার ঋণের টাকা ও পরিশোধ হতে থাকে। ঋণ পরিশোধ করে নয়ন তারা পুনরায় ঋণ নিয়ে তার হোগলা বুনন শিল্প বড় করেছেন। বর্তমানে সুফলন কম্পোনেন্টে ৩০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং তার আয় থেকে যথা সময়ে কিস্তি পরিশোধ করছেন।

বর্তমানে তার কারখানায় ৪ জন মহিলা দৈনিক মজুরীতে কাজ করছেন। নয়ন তারার ছেলে এখন পড়া লেখা করছে। সেই সাথে মেয়েকেও বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধুম-ধাম করে বিবাহ দিয়েছেন। সুখ আর সচ্ছলতায় তার জীবন কাটছে এখন। নয়ন তারা এখন এলাকার একজন আদর্শ নারী। তার দেখাদেখি ক্ষুদ্র ও বড় পরিসরে হোগলা বুনন শুরু করেছে অনেকে।

তাদের দুঃখের দিনে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) তাকে পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন তিনি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

কেস স্টাডি

কালামৃধা ব্রাঞ্চও এক জন সফল উদ্যোক্তার স্বপ্ন পুরনের লড়াই

নিরন্তর সংগ্রাম ও উন্নতির পথে এক অদম্য শক্তির নাম নারী। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা,যারা জীবন যুদ্ধে নানা প্রতিবন্ধকতা পার করে এগিয়ে চলেছেন। তাদের সংগ্রামের গল্প আমাদের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা জোগায়। তারা শুধু পরিবারের মুখে হাসি ফোটান না বরং সমাজে একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকেন। যারা নীজেদের দুঃখ কষ্টের পরেও সব ধরনের বাধা অতিক্রম করে নিজেদের সাফল্যের গল্প লেখেন। তারা শুধু তাদের পরিবারের নয়,বরং পুরো সমাজের জন্য একটি আশার প্রদীপ হয়ে ওঠেন।

এমনই একজন নারী হলেন-কারসা, কালামৃধা ব্রাঞ্চের সদস্য, মাদারীপুর জেলার, শিবচর উপজেলার পশ্চিম নিলখী গ্রামের বাসিন্দা পুষ্প রানী।

স্বল্প পুঁজি অনেক সময় জীবনে বয়ে আনে বড় সফলতা। তারই জীবন্ত প্রমান পুষ্প রানী। কয়েক বছর আগেও পুষ্প রানীর স্বামী-জনাব আনন্দ মন্ডল কাঠ মিস্ত্রীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যে দিন কাজ পেতেন সেদিন কোন মতে মেয়েদের নিয়ে দু-মুঠো খেয়ে থাকতেন তিনি। কিন্তু বর্ষাকালে প্রায় ৩ মাস একেবারে বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকতেন। ফলে এ সময়ে খেয়ে-না খেয়ে অর্ধাহারে দিন কাটতো পুষ্প রানীর। পুষ্প রানী ভাবলেন সংসারের একটু বাড়তি আয়ের জন্য নিজেকেই কিছু একটা করতে হবে। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও বিত্তবানদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা চেয়েও পাননি তিনি। তাদের কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। সাধ থাকা সত্ত্বেও মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারেননি পুষ্প রানী। একদিকে প্রায় কর্মহীন স্বামী অন্যদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে নির্ঘুম রাত, পুষ্প রানীর জীবন দূর্বিষহ করে দিয়েছে। কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকে না।
সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ সোসাল অ্যাকশন (কারসা)-এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পুষ্প রানী ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ১০/-টাকা সঞ্চয় জমা দানের মাধ্যমে কারসা সদস্য হন।

এবং প্রথমে বুনিয়াদ কম্পোন্যান্টে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত টাকা দিয়ে বাড়ীর পাশে ছোট পরিসরে একটি চায়ের দোকান শুরু করেন। স্বামীও তার কাজের ফাকে পুষ্পরানীকে সহায়তা করেন। তার এ চায়ের দোকান দিয়ে খুব ভালভাবেই এগোতে লাগলো পুষ্প রানী। চা-এর মান ভালো হওয়ায় এবং কাছাকাছি আর কোন দোকান না থাকায় বিক্রিও বেশ ভালো ছিলো। প্রতিদিন প্রায় ১৩০ থেকে ১৫০ কাপ চা বিক্রি করেন তিনি। সাথে অন্যান্য খাবার পন্য রয়েছে। যাতে তার প্রতিদিন গড় লাভ হয় ৬০০/- থেকে ৮০০/- টাকা। ভালভাবে সংসার চলতে শুরু করে তার। পুষ্প রানীর উপার্জিত আয়ের কিছু অংশ কারসায় সঞ্চয় জমা করেন। পাশাপাশি বাড়ীর আঙিনায় শাক-সবজির চাষাবাদ শুরু করেন। আস্তে আস্তে তার ঋণের টাকা ও পরিশোধ হতে থাকে। ঋণ পরিশোধ করে পুষ্প রানী পুনরায় ৩য় দফায় ৮০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার চায়ের দোকানে মুদি মনোহরীর মালামাল তুলেছেন। আজ তার দোকানে ১ জন লোক দৈনিক মজুরীতে কাজ করছেন। তার ২ মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট মেয়েকে পড়ালেখা করাচ্ছেন। সুখ আর সচ্ছলতায় ভরে উঠেছে পুষ্প রানীর জীবন। এখন এলাকার একজন আদর্শ নারী তিনি।

তাদের অনাটনের সময় কারসা যে তাকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন তা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে কারসার সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

১৮ বছরের নিচে মেয়ে এবং ২১ বছরের নিচে ছেলের বিয়ে আইনত বাল্য বিবাহ হিসেবে গণ্য হয়। এটি শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হুমকি। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কারসা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের জন্যে লিফলেট তৈরী করে তা সমিতির সদস্যসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করছে।

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের উপকারিতা

বৃক্ষরোপণ পরিবেশ রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এটি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়ায় না, বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং মানব জীবনের টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতাগুলো-

১. **অক্সিজেন সরবরাহ করে:** গাছ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে, যা জীব জগতের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. **বায়ু দূষণ হ্রাস করে:** গাছ বায়ুর ক্ষতিকর ধূলি কণা, ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে বায়ুকে পরিশুদ্ধ রাখে।

৩. **জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়ক:** বৃক্ষ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গতি কমাতে সাহায্য করে।

৪. **মাটির ক্ষয়রোধ করে:** গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে, ফলে বৃষ্টির পানিতে মাটি ক্ষয় কম হয়।

৫. **বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে সহায়ক:** বনভূমি এবং গাছপালা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করতে সাহায্য করে।

৬. **জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে:** গাছ মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, ফলে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষিত থাকে।

৭. **জীব বৈচিত্রের আবাসস্থল সৃষ্টি করে:** বহু প্রাণী, পাখি, কীট পতঙ্গ গাছের ওপর নির্ভর করে বাস করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে।

৮. **ছায়া ও শীতলতা প্রদান করে:** শহরে গাছপালা তাপমাত্রা কমায় এবং ছায়া দিয়ে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

৯. **মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে:** সবুজ প্রকৃতি মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং দুশ্চিন্তা ও স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

১০. **অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে:** ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক উপকার করে যেমন কাঠ, ফল, ওষুধ ইত্যাদি সরবরাহ করে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে বৃক্ষরোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রতিটি নাগরিকের উচিত, নিজ নিজ জায়গা থেকে গাছ লাগানো এবং তা যত্ন নেওয়া। বিষয়টি মাথায় রেখে কারসা গত বছর সদস্যদের মাধ্যমে সংস্থার চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ তারিকুজজামান-এর পরামর্শে প্রায় ৮,০০০টি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করেছে।

সংস্থার টেকেরহাট ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাদের সাথে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছেন আইটি অফিসার জনাব দানিয়েল হালদার।

মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিয়মিত ও মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে এটি প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়ের জন্যই সুফল বয়ে আনবে।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

১ **কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি:** প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের কাজের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে, ফলে তারা দায়িত্বশীলভাবে কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

২ **নীতিমালা ও প্রক্রিয়া বোঝা:** মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমের নীতিমালা, ঋণ প্রদান ও আদায়ের নিয়মাবলি ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

৩ **যোগাযোগ দক্ষতা:** উপকারভোগীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে প্রশিক্ষণ সহায়তা করে। এতে ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধের সম্ভাবনা কমে।

৪ **প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা:** ডিজিটাল লেনদেন বা তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার ও টুলস ব্যবহারে প্রশিক্ষণ কর্মীদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলে।

৫ **নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা:** মাইক্রোক্রেডিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষণের উপকারিতা

১ **প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি:** দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীরা পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করলে গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়ে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

২ **ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি:** প্রশিক্ষিত কর্মীরা সঠিকভাবে গ্রাহকদের নির্বাচন ও তদারকি করতে পারেন, ফলে ঋণ আদায়ে সফলতা আসে।

৩ **সামাজিক উন্নয়ন:** দক্ষ কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪ **ঝুঁকি হ্রাস:** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতারণা, ঋণ খেলাপি ও আর্থিক অনিয়মের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৫ **টিম ওয়ার্ক ও নেতৃত্ব উন্নয়ন:** প্রশিক্ষণ কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ঘটায়।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চের সমিতি পরিদর্শন

MOLLAH QUADIR YUSUF & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Independent Auditors' Report
To the member of governing body of
Center For Advanced Research and Social Action (CARSA)

Opinion

We have audited the financial statements of "Center For Advanced Research And Social Action (CARSA)", which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at June 30. 2025. Consolidated Statement of Income & Expenditure. Consolidated statement of Receipts & Payment and Consolidated statement of cash flows for the year ended June 30, 2025 and Notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Center for Advanced Research and Social Action (CARSA), as at June 30, 2025 and the result of its operations and its Consolidated receipts and payments for the year then ended in accordance with the basis of principle of accounting policies to the consolidated financial statements and comply with applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the organization in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable law and regulations, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Charged with Governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditors report that includes our opinion. Reasonable assurance is high level of assurance, but it does not Guarantee that, audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit, We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error.

House# 63/F (3rd Floor), Dolphin Goli, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka- 1205
Tel: 01819-547 366, 01731-119 595, 01770-705 465, 01716-591438, 01818-519 918, E-mail: mqy_ca@yahoo.com, Web: www.mqyca.com

as fraud may involve collusion. forgery, intentional omissions. misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the fund's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of trustees' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with Governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also report that

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law and MRA Act & Rules have been kept by the entity so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The statement of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Date: September 16, 2025
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co.
Chartered Accountants

Md. Musfiqur Rahman FCA
Managing Partner
Enrolment No.: 1023
DVC-2509231023AS708972.

Center For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Financial Position
As at 30 June 2025

Particulars	Notes	Figure in Taka	
		30 June 2025	30 June 2024
Property and Assets			
Non-Current Assets :			
Property, Plant and Equipment	6.00	15,106,571	14,541,624
Intangible Assets	7.00	82,733	103,416
Total Non-current Asset		**15,189,304**	**14,645,040**
Current Assets :			
loan to Members	8.00	1,310,039,143	952,760,319
Other Loan-Short Term	9.00	2,784,154	2,307,416
Short Term Investments (FDR)	10.00	43,148,055	59,354,474
Accounts Receivable	11.00	1,149,600	1,692,000
Unsettled Staff Advance	12.00	1,046,582	1,046,582
Advance, Deposits & Prepayments	13.00	3,461,189	2,875,848
Cash and Bank Balance	14.00	83,593,768	154,510,428
Total Current Asset		**1,445,222,491**	**1,174,547,067**
Total Properties and Assets		**1,460,411,795**	**1,189,192,107**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund			
Cumulative Surplus	15.00	207,323,587	155,828,151
Statutory Reserve	16.00	22,845,881	17,142,508
Other Funds	17.00	30,000	30,000
Total Capital Fund		**230,199,468**	**173,000,659**
Non-Current Liabilities :			
Loans from PKSF (Non-Current portion)	18.00	299,866,673	250,350,017
Gratuity Fund	19.00	39,371.257	37,584,735
Total Non Current Liability		**339,237,930**	**287,934,752**
Current Liabilities :			
Loans from PKSF (Current Portion)	18.00	315,483,327	259,416,644
Loans from Commercial Bank-Short term	20.00	36,668,000	-
Other loans-Short term	21.00	21,191,989	32,833,088
Members Savings (Compulsory)	22.00	272,121,098	227,251,709
Members Savings (Term Deposit)	23.00	85.469,502	68,614,572
Members Savings (Voluntary Saving)	24.00	29,820.416	23,508,365
Accounts Payable	25.00	10,330,442	10,903,811
Loan Loss Provision (LLP)	26.00	89,471,915	80,425,764
Liabilities for Expenses	27.00	202,794	69,000
Member Welfare Fund	28.00	28,858,011	24,233,903
Provision for Income Tax	29.00	1,356,903	999,840
Total Current Liabilities		**890,974,397**	**728,256,696**
Total Liabilities		**1,230,212,327**	**1,016,191,448**
Total Capital And Liabilities		**1,460,411,795**	**1,189,192,107**

Annexed notes form an integral part of these financial statements.

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

'Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 16 September 2025
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed By: Md. Musflqur Rahman, FCA
Managing Partner Enrollment No-1023

Center For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Income and Expenditure

For the year ended 30 June 2025

Particulars	Notes	Figures in Taka 01 Jul. 2024 to 30 Jun. 2025	Figures in Taka 01 Jul. 2023 to 30 Jun. 2024
Income			
Income from Microcredit operation			
Service Charges on Loan	30	233,885,221	185,113,017
Other income from Microcredit operation (Pass book,Forms & Admission)	31	170,465	168,605
Total income from Microcredit operation		**234,055,686**	**185,281,622**
Bank Profit	32	490,696	425,277
Bank Profit on FDR for this year	33	4,431,633	3,185,597
Bank Profit on FDR Provision for this year	33.01	-	527,000
Others	34	11,864	24,906
Total Income		**238,989,879**	**189,444,402**
Expenditures			
Operational Expenses			
Finance Costs			
Service Charge paid of PKSF loan	35	24,469,128	24,513,939
Profit on Member's Saving (Compulsory)		14,315,925	12,513,049
Profit on Member's Saving (Terms deposit)		7,955,461	6,393,882
Profit on Member's Saving (Voluntary deposit)		1,801,296	1,202,472
Profit on Bank Loan		490,450	-
Loan Interest to CPF (provision)		2,578,901	3,004,872
Total Finance costs		**51,611,161**	**47,628,214**
General & Administrative Expenses			
Salaries and Allowance		71,812,478	64,431,995
Gratuity Provision		14,500,000	16,089,000
Office Rent		4,098,656	3,952,623
Printing		377,853	492,961
Travelling		212,045	157,499
Repair & Maintenance		203,640	144,080
Fuel cost		1,968,691	1,664,743
Gas		28,670	35,210
Electricity		526,962	451,229
Entertainment		230,215	193,788
Newspaper and Periodicals		64,904	69,087
Bank charges (FDR)		20,000	25,300
Bank charges (Savings)		380,049	334,490
Training Expenses		145,649	14,074
Registration & Annual Fees		543,440	370,193
Meeting Expenses		481,075	282,135
Donation to Enrich Project		1,152,000	840,000
Other Operating Expenses	36	4,995,236	4,126,596
Audit Fee Expenses (Last year short Provision)		-	9,000
Depreciation		503,994	495,921
Bank Interest on FDR Provision for this year		542,400	-
Total General & Administrative Expenses		**102,787,957**	**94,179,924**
Total Operational Expenses		**154,399,118**	**141,808,138**
Net Operational Income before loan Loss Provision (LLP Expenses) & Income Tax		84,590,761	47,636,264
LLP Expenses		(26,901,981)	(8,547,776)
Less : Provision for Income Tax for the year	29	(1,356,903)	(999,840)
Add: Short provision of Income Tax for previous year	29	701,851	(126,769)
Excess of Income over Expenditure of Micro Finance Program		**57,033,728**	**37,961,879**
Add: Excess of Income over Expenditure (Enrich project)		165,081	391,912
Total Excess of Income over Expenditure		**57,198,809**	**38,353,791**

Annexed notes form an integral part of these financial statements.

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

Dated: 16 September 2025
Dhaka

'Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mollah Quadir Yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed By: Md. Musflqur Rahman, FCA
Managing Partner Enrollment No-1023

Center For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Receipts and Payments

For the period from 01 July 2024 to 30 June 2025

Particulars	Notes	Figures in Taka	
		01 Jul. 2024 to 30 Jun. 2025	01 Jul. 2023 to 30 Jun. 2024
Receipts			
Opening Balance :		**152,954,537**	**125,357,963**
Cash at Bank		151,384,446	124,085,961
Cash in Hand		1,570,091	1,272,002
Receipts during the year:			
Loan from PKSF	37	390,000,000	295,500,000
Loan Realized from Members	38	1,565,007,176	1,354,113,128
Service Charge on Loan to Members	39	233,885,221	185,113,017
Advance, Deposits & Prepayments	40	2,346,562	2,851,095
FDR Encashment		14,273,211	34,032,981
Bank Interest		490,696	425,277
Interest on FDR		4,431,633	3,185,597
Other income from Microcredit operation(Pass book & forms)	31	170,465	168,605
Member's Savings Collection (Compulsory)		193,141,617	160,064,706
Member's Savings Collection (Term Deposit)		39,917,783	23,611,484
Member's Savings Collection (Voluntary Saving)		40,767,834	34,014,247
Collection against Member welfare Fund		6,674,843	5,216,740
Staff Security Deposit		70,000	10,000
Staff Welfare fund		73,700	74,450
Loan received from Banks		40,000,000	-
Loan realized from Enrich		2,360,000	971,000
Loan realized from CPF		33,380	-
Loan received from CPF		-	1,000,000
Advance fund received from PKSF (Enrich)		2,059,999	2,795,403
Received of Income Tax from Staff		464,400	237,000
Unsettled Claim Savings		381,825	73,238
Educational Scholarship		120,000	-
Term Member Saving Bonus payment		100,728	-
Others Income & Receipts	41	232,631	36,073
Other Received	49	11,955,132	-
Total Receipt During the Year		**2,548,958,836**	**2,103,494,041**
Total Receipts		**2,701,913,373**	**2,228,852,004**
Payments			
Loan refund to PKSF (Principal)	42	284,416,661	245,375,000
Loan disbursed to Members	43	1,922,286,000	1,467,755,000
Service Charge paid to PKSF loan	44	24,469,128	24,513,939
Capital Expenditure	45	1,101,810	543,577
Advance, Deposits & Prepayments	46	3,116,100	2,235,195
Investment (FDR)	47	8,681,721	39,837,641
Profit on Member's Saving (Compulsory)		14,315,925	12,513,049
Profit on Member's Saving (Terms deposit)		7,955,461	6,393,882
Profit on Member's Savings(Voluntary Saving)		1,801,296	1,202,472
Bank Loan Profit		490,450	-
Salaries and Allowance		71,812,478	64,431,995
Office Rent		4,098,656	3,952,623
Printing		416,103	492,961
Travelling		212,045	157,499

Mollah Quadir Yusuf & Co. Dhaka Chartered Accountants

Particulars	Notes	Figures in Taka 01 Jul. 2024 to 30 Jun. 2025	01 Jul. 2023 to 30 Jun. 2024
Repair & Maintenance		203,640	144,080
Fuel cost		1,968,691	1,664,743
Gas Bill		28,670	35,210
Electricity bill		526,962	451,229
Entertainment		230,215	193,788
Newspaper and periodicals		64,904	69,087
Bank charges (Savings)		380,049	334,490
AIT Deducted at source (Saving)		140,164	124,009
Bank charges FDR		20,000	25,300
AIT Deducted at source (FDR)		729,912	397,656
Income Taxes paid in cash		453,175	478,028
Training Expenses		145,649	14,074
Registration & Annual Fees		543,440	370,193
Meeting Expenses		481,075	282,135
Donation to Enrich Project		1,152,000	840,000
Other Operating Expenses	48	5,057,016	4,082,596
Audit Fee		69,000	69,000
Member's Savings Refund (Compulsory)		148,272,228	143,404,017
Member's Savings Refund (Terms Deposit)		23,062,853	17,999,353
Member's Savings Refund (Voluntary)		34,455,783	23,762,320
Payment against Member welfare Fund		2,050,735	2,696,593
Staff Security Deposit Refund		85,000	35,000
Loan Refund to CPF		14,200,000	2,000,000
Bank loan Refund		3,332,000	-
Staff Welfare fund refund		185,000	20,000
Gratuity Paid to staff		2,098,548	1,523,940
Advance paid to Enrich Branch (PKSF fund)		2,059,999	2,795,403
Loan Paid to Enrich		790,000	2,311,000
Income tax paid (staff)		474,400	237,000
Educational Scholarship		120,000	-
Unsettled Claim Savings		39,478	-
Others Payment	50	29,158,446	-
Terms Member Saving Bonus payment		729,976	126,690
Loan Paid to CPF		27,680	5,700
Total		**2,618,510,522**	**2,075,897,467**
Closing Balance :		**83,402,851**	**152,954,537**
Cash in Hand		2,187,332	151,384,446
Cash at Bank		81,215,519	1,570,091
Grand Total		**2,701,913,373**	**2,228,852,004**

Annexed notes form an integral part of these financial statements.

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

'Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 16 September 2025
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed By: Md. Musflqur Rahman, FCA
Managing Partner Enrollment No-1023

Center For Advanced Research And Social Action (CARSA)
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2025

Particulars	Notes	Figures in Taka 01 Jul. 2024 to 30 Jun. 2025	Figures in Taka 01 Jul. 2023 to 30 Jun. 2024
A. Cash Flows From Operating Activities:			
Surplus for the period after Provisions		57,033,728	37,961,878
Surplus Enrich for last previous period		165,081	391,912
		57,198,809	**38,353,790**
Add: Amount considered as non cash items:			
Loan loss Provision	26	9,046,151	8,558,944
Provision for Income Tax for the year	29	-	244,685
Accrued interest on FDR	11	-	(527,000)
Gratuity Provision	19	1,786,522	14,565,060
Depreciation for the year		513,619	507,201
Sub-total of surplus after adjustment of non-cash items		**11,346,292**	**23,348,890**
(Increase)/Decrease in Loan disbursed to Members	8	(357,278,824)	(113,641,872)
(Increase)/Decrease in current Assets	9,11,12,13	(475,752)	202,804
Increase/(Decrease) in current Liabilities	20,21,25, 27,29	24,944,389	(14,402)
		(332,810,187)	**(113,453,470)**
Net Cash used in operating activities		(264,265,086)	(51,750,790)
B. Cash Flow From Investing Activities:			
Acquisition of Property, Plant and Equipment	6	(1,101,810)	(543,577)
Investment in FDR	10	16,206,419	(5,804,660)
Net cash used in Investing activities		**15,104,609**	**(6,348,237)**
C. Cash Flow From Financing Activities:			
Loan Received PKSF	18	105,583,339	52,149,872
Member savings (Compulsory)	22	44,869,389	16,660,689
Member savings (Terms Deposit)	23	16,854,930	5,612,131
Member Savings (Voluntary Savings)	24	6,312,051	10,251,927
Member Welfare Fund	28	4,624,108	2,520,147
Net Cash Used in Financing Activities		**178,243,817**	**87,194,766**
D.Net increase /decrease (A+B+C)		**(70,916,660)**	**29,095,739**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year		154,510,428	125,414,689
Cash and Bank Balance at the end of the year		**83,593,768**	**154,510,428**
The break-up of the closing cash and bank balance is as under:			
Cash In Hand (CARSA)		2,187,332	1,570,091
Cash at Bank (CARSA)		81,215,519	151,384,446
Cash at Bank (Enrich Project)		190,917	1,555,891
Total		**83,593,768**	**154,510,428**

Annexed notes form an integral part of these financial statements.

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

'Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: 16 September 2025
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co.
Chartered Accountants
Signed By: Md. Musflqur Rahman, FCA
Managing Partner Enrollment No-1023

Center For Advanced Research And Social Action (CARSA)

Statement of Changes in Capital Fund

For the period ended 30 June 2025

Particulars	Figure in Taka				
	FY 2024-2025				FY 2023-2024
	Cumulative Surplus	Statutory Reserve	Other Funds	Total	
Balance as at July 01,2024	155,828,151	17,142,508	30,000	173,000,659	134,646,869
Add : Surplus during the year	57,033,728	-	-	57,033,728	37,961,878
Less : Transfer to statutory reserve fund	(5,703,373)	5,703,373	-	-	-
Add : Surplus of (Enrich project) during the year	165,081	-	-	165,081	391,912
Less : Short tax Provision for last year	-	-	-	-	-
Balance as at June 30, 2025	207,323,587	22,845,881	30,000	230,199,468	173,000,659

Sr.DGM (Accounts)
CARSA

Executive Director
CARSA

Chairman
CARSA

Dated: 16 September 2025
Dhaka

Mollah Quadir Yusuf & Co. ★ Chartered Accountants ★ Dhaka

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

এনায়েতনগর ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফোকাল পার্সন, কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সেবিকাবৃন্দ

পটভূমি

জন জীবনে টেকসই উন্নয়নের জন্যে আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড যুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারসার শুরু থেকে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে স্থানীয় মানুষের সাংস্কৃতিক চৈতন্যে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতার সাথে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় কারসা মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নে **"দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি"** (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি শুরু করে।

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) আলীনগর ইউনিয়নে ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে গিয়ে কারসা উপলব্ধি করেছে যে, প্রকৃত অর্থে দারিদ্র বিমোচনের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে কারসা ২০১২ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহয়তায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে, যা চলমান রয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন চলমান কার্যক্রম

গত ৫ আগষ্ট ২০২৪ এর গণঅভ্যুথানের পরে আলীনগর এবং এনায়েতনগর তথা কালকিনি উপজেলার সমগ্র ইউনিয়নে রাজনৈতি পট পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবেশ প্রচন্ডভাবে অস্থির হয়ে ওঠে, যা এখনো চলমান রয়েছে। মারা মারি, লুটতরাজ, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জন্য সমৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনায় মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে প্রতি ইউনিয়নেই প্রতিপক্ষের প্রায় অর্ধশত মামলা চলমান থাকায় সামাজিক পরিবেশ এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। ফলেসমৃদ্ধি কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন বাধা গ্রস্থ হয়েছে। উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অপর দিকে পিকেএসএফ থেকে কতিপয় কার্যক্রম সীমিত করার নির্দেশনা ছিল। আলীনগর ইউনিয়নে ২০১২ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পিকেএসএফ এবং সংস্থার নিজস্ব আর্থিক সহযোগিতায় চলমান ছিলো, পরবর্তিতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে (৬০%) সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নতুন ৫ টি প্রস্তাবিত ইউনিয়নের মধ্যে থেকে এনায়েতনগর ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় জন সাধারনের চাহিদার ভিত্তিতে আলীনগর ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর মডেল অনুসরণ করে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে সমৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন : এনায়েতনগর ও আলীনগর ইউনিয়নের প্রাথমিক তথ্যচিত্র

নং	বিবরণ	ইউনিয়নের নাম		মোট
		এনায়েতনগর	আলীনগর	
০১	গ্রাম	১৫ টি	১৩ টি	২৮ টি
০২	পরিবার	৩,২৬৬ টি	৪,১১০ টি	৭,৩৭৬ টি
০৩	জনসংখ্যা	১৪,৪৪৮ জন	২০,৩৩৬ জন	৩৪,৭৮৪ জন
০৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১ টি	১১ টি	২২ টি
০৫	মাদ্রাসা (প্রাথমিক শিক্ষা)	৫ টি	৫ টি	১০ টি
০৬	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২ টি	৩ টি	৫ টি
০৭	দাখিল মাদ্রাসা (মাধ্যমিক)	২ টি	১ টি	৩ টি
০৮	কমিউনিটি ক্লিনিক	২ টি	২ টি	৪ টি
০৯	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১ টি	১ টি	২ টি

স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য: এনায়েতনগর এবং আলীনগর ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৯ জন, দুই ইউনিয়নে মোট ১৮ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে কর্মরত রয়েছেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ বার প্রতিটি পরিবারে গিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ যে সকল বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবাদিয়ে থাকেন-

ক। পরিবারে বর্তমানে কোন রোগী আছেন কিনা। থাকলে তার বিবরণ এবং এমবিবিএস ডাক্তারের সেবা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।
খ। রক্তচাপ পরীক্ষা করা।
গ। শিশুদের ওজন পরিমাপ করা।
ঘ। ব্লাডের গ্লুকোজ নির্ণয় করা।
ঙ। গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
চ। প্রয়োজনীয় আয়রণ ট্যাবলেট, ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা।
ছ। নির্দিষ্ট সময় পরপর পরিবারের সকল সদস্যদের মাঝে কৃমির ঔষধ বিতরণ করা।

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য রয়েছেন ১ জন (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত অফিসে বসে রোগীদের প্রাথমিক ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন এবং ১১ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের কাজের সুপারভিশন করেন।
বিকাল ৩ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের আয়েজিত উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্যক্যাম্পে রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে আলীনগর ইউনিয়নে মাসে ২ দিন রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

প্রতি ইউনিয়নে বছরে ১ বার বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়-

নং	বিবরণ	ইউনিয়ন		মোট
০১	বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজন	এনায়েতনগর ১টি	আলীনগর ১ টি	২ টি
০২	সেবা গ্রহণকারী	এনায়েতনগর ৮০ জন	আলীনগর ১১৭ জন	১৯৭ জন
০৩	ছানি অপারেশন	এনায়েতনগর ১২	আলীনগর ১৫	২৭ জন

প্রতি ইউনিয়নে বছরে ১ বার বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়-

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক সমন্বয় সভা: প্রতি মাসের শেষে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের নিয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন করেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। সভায় মাসের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী মাসের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

এনায়েতনগর ইউনিয়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক সমন্বয় সভা

আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ : প্রতি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য পরিদর্শকদেরকে বছরে একবার প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে ধারনা এবং উক্ত কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্বাস্থ্য সহকারীগণকে একটি করে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান সহায়ীকাসহ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। যেমন, (ক) ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন (খ) থার্মোমিটার (গ) মোয়াক ফিতা (ঘ) গজ ফিতা (ঙ) ব্যাগ (চ) ছাতা (ছ) এপ্রোণ (জ) গ্লুকোমিটার ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্য

নং	বিবরণ	ইউনিয়ন		মোট
০১	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	এনায়েতনগর ১ জন	আলীনগর ১ জন	০২ জন
০২	স্বাস্থ্য পরিদর্শক	এনায়েতনগর ৯ জন	আলীনগর ৯ জন	১৮ জন

এক নজরে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র

নং	বিবরণ	ইউনিয়ন	ইউনিট	চলতি বছরে	ক্রমপুঞ্জিভুত
০১	পরিদর্শনকৃত মোট খানা	আলীনগর	সংখ্যা	২,০৩২	১২,০৬০
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	১,৫৫৯	১০,৫৮৭
০২	পরিদর্শনকৃত খানার মোট সদস্য সংখ্যা	আলীনগর	জন	৯,১৫৩	৫৯,৫৫৬
		এনায়েতনগর	জন	৬,৯৯২	৩০,৯৭৭
০৩	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় হয়েছে	আলীনগর	সংখ্যা	৩৪	১৮১
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	৯	৪৪
০৪	ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়েছে	আলীনগর	জন	৪৮	১৮৯
		এনায়েতনগর	জন	২৩	২৯৮
০৫	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা সভা/ উঠান বৈঠক করা হয়েছে	আলীনগর	সংখ্যা	৩৬	২১৬
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	৩৭	১৮০
০৬	স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসভা/ উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	আলীনগর	জন	৭২৮	৫,০৬১
		এনায়েতনগর	জন	১,১৩০	৫,৪২৯
০৭	গর্ভবতী মহিলা (শুধু রিপোর্টিং মাসে নতুন করে গর্ভধারণকারী মহিলা)	আলীনগর	জন	১০	৬৬
		এনায়েতনগর	জন	১৭	৮৭
০৮	প্রসব পূর্ব সেবা এবং পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সিলিং গ্রহণ করেছে গর্ভবতী/সেবা সংখ্যা	আলীনগর	সংখ্যা	৪৭	২৯০
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	১২	৩৫
০৯	স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে	আলীনগর	জন	২	১৪
		এনায়েতনগর	জন	০	১
১০	স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সিজারিয়ান প্রসব হয়েছে	আলীনগর	জন	৪	২২
		এনায়েতনগর	জন	১	৬
১১	বাড়িতে দক্ষ প্রসব সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব হয়েছে	আলীনগর	জন	৩	৯
		এনায়েতনগর	জন	৮	৮
১২	জীবিত সন্তান প্রসব হয়েছে	আলীনগর	জন	৯	৪৮
		এনায়েতনগর	জন	১	১৫
১৩	মৃত সন্তান প্রসব হয়েছে	আলীনগর	জন	০	০
		এনায়েতনগর	জন	০	১
১৪	গর্ভপাত হয়েছে (গর্ভকালীন সময় যে কোন কারণে)	আলীনগর	জন	১	৮
		এনায়েতনগর	জন	০	৩
১৫	প্রসবোত্তর সেবা এবং পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সিলিং গ্রহণ করেছে দুগ্ধদানকারী মা/সেবা সংখ্যা	আলীনগর	সংখ্যা	৬১	২৭৪
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	১৬	১১৩

নং	বিবরণ	ইউনিয়ন	ইউনিট	চলতি বছরে	ক্রমপুঞ্জিভুত
১৬	নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে	আলীনগর	জন	৯৮	৫২৮
		এনায়েতনগর	জন	৫	৪১
১৭	ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে	আলীনগর	জন	৯১	৯৫০
		এনায়েতনগর	জন	৪৯	৪৮১
১৮	সমৃদ্ধি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় ডাক্তার দেখানো হয়েছে (এমবিবিএস এবং ডিপ্লোমা)	আলীনগর	জন	২১৪	১,৩৬৪
		এনায়েতনগর	জন	১২৬	৫৩২
১৯	সরকারি হাসপাতালে রোগী রেফার করা হয়েছে	আলীনগর	জন	১৯	৯৯
		এনায়েতনগর	জন	০	৬২
২০	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	আলীনগর	সংখ্যা	২১	১৪৮
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	২১	১৩৩
২১	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	আলীনগর	জন	১৯৩	১১৬৭
		এনায়েতনগর	জন	৯৩	৩৮৭
২২	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	আলীনগর	সংখ্যা	১	১১
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	২	১২
২৩	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী	আলীনগর	জন	২১	১৯৭
		এনায়েতনগর	জন	২৩	১৪৫
২৪	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন	আলীনগর	সংখ্যা	০	০
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	১	২
২৫	সাধারণ স্বাস্থ্য-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	আলীনগর	জন	০	০
		এনায়েতনগর	জন	৮৬	১৮৭
২৬	বিশেষ চক্ষু-ক্যাম্প আয়োজন	আলীনগর	সংখ্যা	১	১
		এনায়েতনগর	সংখ্যা	১	১
২৭	বিশেষ চক্ষু-ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী	আলীনগর	জন	১১৭	১১৭
		এনায়েতনগর	জন	০	৮০
২৮	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প-এ ছানি অপারেশন করা হয়েছে	আলীনগর	জন	১৫	১৫
		এনায়েতনগর	জন	০	১২

২। শিক্ষা কার্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া হ্রাস ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী করে গড়ে তোলা ও শিশুদের বিদ্যালয় ভীতি দূর করার জন্য বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠদান কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

বৈকালিক এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কর্মরত রয়েছেন ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ২ জন করে নারী শিক্ষক। অর্থাৎ এনায়েত নগরে ১৮ জন ও আলীনগরে ১৮ জন মোট ৩৬ জন। শিশু শ্রেণি, ১ম শ্রেণি ও ২য় শ্রেণির স্কুল ও মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিকাল ৩:০০ থেকে ৫:০০ টা পর্যন্ত পাঠদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি এসকল শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা,ব্যবহারিক শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। শিশুদেরকে প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট (সুবিধাজনক) দুইটি স্থানে শিশুদেরকে নিয়মিত শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
আত্মবিশ্বাস, সাহস ও জড়তা নিরসনের জন্য সপ্তাহে ১ দিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে চর্চার আয়োজন করা হয় পাশাপাশি মাসে একবার অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বছরে ১ বার ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরের শিক্ষা কার্যক্রমের চিত্র :

নং	বিবরণ	ইউনিয়নের নাম		মোট অগ্রগতি
		এনায়েতনগর	আলীনগর	
১	শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা	১৮টি	১৮ টি	৩৬ টি
২	শিক্ষক সংখ্যা	১৮ জন	১৮ জন	৩৬ জন
৩	শিক্ষার্থী সংখ্যা	৪২১ জন	৩৯৮ জন	৮১৯
৪	শিক্ষা কেন্দ্রে গড় উপস্থিতির হার	৯০%	৯২%	৯১%
৫	শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায়	৪৬,৮৫০ টাকা	৬০,৪০০ টাকা	১,০৭,২৫০ টাকা

নং	বিবরণ	ইউনিয়নের নাম		মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
		এনায়েতনগর	আলীনগর	
১	শিশু শ্রেণি	২০৩	২০৫	৪০৮
	প্রথম শ্রেণি	৮২	১১৭	১৯৯
	২য় শ্রেণি	১১৩	৯৯	২১২
	মোট	**৩৯৮**	**৪২১**	**৮১৯**

বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্র

৩। উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

যে কোন দেশেরই সবচেয়ে বড় সম্পদ সে দেশের যুব শক্তি। আমরা ভাগ্যবান, বাংলাদেশ এই শক্তিতে বলিয়ান। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব সমাজ অর্থাৎ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ যুব। বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকেই অর্জিত সকল গৌরব ও সংগ্রামের সাথে যুবদের ভুমিকা অপরিসীম। সমাজের যেসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুবদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা জরুরী সে সকল বিষয় নিয়েই আমাদের উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যেমন- (ক) বাল্যবিবাহ, (খ) যৌতুক, (গ) ইভটিজিং , (ঘ) মাদকাশক্ত, (ঙ) সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ, (চ) সাম্য ও মানব মর্যাদা, (ছ) বৈষম্য বিরোধ, (জ) জলবায়ু পরিবর্তন (ঝ) যুবদের দক্ষতা অর্জন (ঞ) সাংগঠনিক জ্ঞান ও সামাজিক সংগঠন তৈরীতে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েই আমাদের সমৃদ্ধি কর্মসূচির **"উন্নয়নে যুব সমাজ"**কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক উঠান বৈঠক

এনায়েতনগর ইউনিয়নে যুবদের দ্বি-মাসিক সভা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন এনায়েতনগর এবং আলীনগর ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে ৯ টি এবং ১ টি করে ইউনিয়ন যুবক মিটিং হয়েছে। উক্ত কমিটিতে সদস্য সংখ্যা নারীঃ ৭২ জন এবং পুরুষঃ ১২৬ জন। ওয়ার্ড যুবক মিটির দ্বি-মাসিক সভা প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ টি করে মোট ৬ টি সভা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়ন যুব কমিটির সভা ৬ টি সম্পন্ন হয়েছে।

নং	বিবরণ	ইউনিয়নের নাম		মোট মিটিং সংখ্যা
১	ইউনিয়ন দ্বি-মাসিক সভা	এনায়েতনগর-১	আলীনগর-৩	৬ টি

নং	বিবরণ	ইউনিয়নের নাম	প্রশিক্ষণ ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	মোট
১	যুব প্রশিক্ষণ	এনায়েতনগর	১ম ব্যাচ	২৫ জন	১০০ জন
			২য় ব্যাচ	২৫ জন	
			৩য় ব্যাচ	২৫ জন	
			৪র্থ ব্যাচ	২৫ জন	

এনায়েতনগর ইউনিয়নের ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের "আত্মোপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় "শীর্ষক ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ।

৪। সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন ও সমন্বয় সভার আয়োজন

আলীনগর ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ের সমস্যা সমাধান বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি রয়েছে। যারা প্রতি দুই মাসে ১টি সভা করে থাকেন। সভার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে মোট ৯টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর রয়েছে। আলোচ্য বছরে ৫৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। অসহায় জনগোষ্ঠীকে মূল ধারায় অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রম (ভিক্ষুক পুনর্বাসন)

নং	বিবরণ	আলোচ্য অর্থবছরে (লক্ষ্য মাত্রা)	আলোচ্য অর্থবছরে (অগ্রগতি)
১	পুনর্বাসিত মোট উদ্যোমী সদস্য	-	৭ জন
২	মৃত উদ্যোমী সদস্য	-	১ জন
৩	বর্তমান উদ্যোমী সদস্য	-	৬ জন

৬। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ

মানব সম্প্রদায়ের পরিবার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রবীণ জনগোষ্ঠী। আর তাই সমৃদ্ধি কর্মসূচি অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে প্রবীণদেরকে উক্ত কর্মসূচিতে অগ্রাধীকার এবং গুরুত্ব দিয়েছে। একই সাথে কর্মসূচিভুক্ত এলাকার প্রবীণদেরকে একটি প্লাটফর্মে আওতাভুক্ত করাও উক্ত কার্যক্রমের মুল লক্ষ্য। প্রবীণ বয়সের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে সচেতন করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবীণদের সেবা পাওয়ার বিষয়কে সহজ করা। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা। নবীন-প্রবীণ সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি সৃষ্টি করা, প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত করণের জন্য পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা।

প্রবীণ কার্যক্রমের লক্ষ্যঃ

প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করা। সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়ন আলীনগর ইউনিয়নে মোট ১,২৩৪ জন প্রবীণ রয়েছে এবং এনায়েতনগর ইউনিয়নে ১,০১৯ জন প্রবীণ রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ টি করে দুইটি ইউনিয়নে মোট ১৮ টি ওয়ার্ড কমিটি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ১ টি করে ২ টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি ২ মাসে একটি করে দুই ইউনিয়নে মোট ৬ টি ইউনিয়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নং	বিবরণ	ইউনিয়নের নাম		মোট মিটিং সংখ্যা
১	ইউনিয়ন দ্বি-মাসিক সভা	এনায়েতনগর-১	আলীনগর-৩	৬ টি

এনায়েতনগর ইউনিয়নে প্রবীণদের দ্বী-মাসিক সভা

৭। কৈশোর কর্মসূচিঃ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার মতে, ১০-১৯ বছর বয়সের মাঝামাঝি সময়টাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময় কিশোর-কিশোরীদের মানসিক, শারীরিক ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। এ সময় শরীর ও মনের যত্ন নেয়া অত্যন্ত জরুরি। এ সময় যুক্তিসংগত ও বাস্তব ধারনার পাশাপাশি দরকার বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদন আর তাই সমৃদ্ধি কর্মসূচির কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় ৯ টি ওয়ার্ডে ৯ টি করে ওয়ার্ড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায় ১ টি করে ইউনিয়ন কমিটি করা হয়েছে। যার ফলে কিশোর-কিশোরীরা তাদের উপরে উল্লেখিত বিষয়সহ নানান সৃজনশীল কার্যক্রম-এর চর্চা এবং একান্তে একটি আনন্দদায়ক ও সহায় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

এই ক্লাবের দর্শনসমূহ: তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন এবং উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা।

কৈশোর কর্মসূচির লক্ষ্য: সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যেবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে অবগত করা। সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।

কৈশোর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য: বয়ঃসন্ধিকালিন করনীয়, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা , যৌতুক, বাল্য বিয়ে, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং মাদকের ব্যবহার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি। জীবন দক্ষতা, নৈতিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, মানব বৈচিত্র, জরুরি অবস্থা , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধি। নেতৃত্বের গুনাবলী অর্জন, সুস্থ গনতন্ত্র চর্চা, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ ও সমাজ উন্নয়নে একতাবদ্ধ ও সহঅবস্থানমূলক মানসিকতার উন্নয়ন। শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশনা। দেশীয় সংস্কৃতি ও খেলাধুলা চর্চার মাধ্যমে মেধা, মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠ শারীরিক বিকাশ গঠন করা।

এনায়েতনগর ইউনিয়নের কিশোর-কিশোরীদের সাপ্তাহিক চিত্ত বিনোদনের অংশ

এনায়েতনগর ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাব-এর সদস্যদেরকে নিয়ে সামাজিক কার্যক্রমের চিত্র

৮। জাতীয় দিবস উদযাপন

জাতীয় দিবস উদযাপনের নির্দেশনা থাকলেও জানুয়ারি-জুন-২০২৫-এর মধ্যে উক্ত খাতে বরাদ্ধ না থাকায় এবং কর্মসূচির সম্পৃক্ত দিবস না থাকায় কোন দিবস উদযাপন করা সম্ভব হয়ফননি।

সমৃদ্ধির আওতায় এনায়েতনগর ইউনিয়নে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এর মাধ্যমে সকল পর্যায়ের মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে প্রতিযোগীতাপূর্ণ মনোভাব তৈরি এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলো। পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুল্যেবোধ জাগ্রত করা সহসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য বিষয়। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুব ও প্রবীণদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ্যতার ক্ষেত্রে এর ভুমিকা অনস্বীকার্য।

ইউনিয়ন পর্যায় যে সকল ইভেন্টসমুহ বাস্তবায়ন করা হয় ঃ

আউটডোর ইভেন্টসমুহঃ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য দৌড়, গণিত দৌড়, দড়ি লাফ, মোরগ যুদ্ধ, কিশোর কিশোরীদের জন্য হ্যান্ডবল,ভলিবল,কাবাডি, দৌড়, যুব সদস্যদের জন্য সাইকেল চালানো, দৌড়, প্রবীণ সদস্যদের জন্য ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, সুরের তালে বালিশ বদল প্রভৃতি।

ইনডোর ইভেন্টসমুহঃ কিশোর-কিশোরীদের জন্য দাবা,ক্যারাম,পাঞ্জা লড়াই, যুব সদ্যদের জন্য দাবা, ক্যারাম, পাঞ্জা লড়াই, প্রবীণ সদস্যদের জন্য দাবা,ক্যারাম।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, সংগীত, অভিনয়, কবিতা লেখা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি।
উক্ত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রীত অতিথি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রবীণ কমিটির সভাপতি,স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

(ক) শিক্ষা কার্যক্রমে যে সকল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টসমুহ পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য দৌড়, গণিত দৌড়, দড়ি লাফ, মোরগ যুদ্ধ,শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, সংগীত, অভিনয়, কবিতা লেখা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা, চিত্রাংঙ্কন ইত্যাদি।

সমৃদ্ধির আওতায় এনায়েতনগর ইউনিয়নেবার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করছেন

সমৃদ্ধির আওতায় এনায়েতনগর ইউনিয়নে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের চিত্র

(খ) কৈশোর কার্যক্রমের যে সকল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টসমুহ পরিচালনা করা হয়
শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, সংগীত, অভিনয়, কবিতা লেখা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি।
কিশোর কিশোরীদের জন্য হ্যান্ডবল,ভলিবল,কাবাডি, দৌড়, শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, সংগীত, অভিনয়, কবিতা লেখা, গল্প প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি।

সমৃদ্ধির আওতায় এনায়েতনগর ইউনিয়নে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চিত্র

সমৃদ্ধির আওতায় এনায়েতনগর ইউনিয়নে কৈশোর কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

(গ) যুবদের নিয়ে যে সকল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টসমুহ পরিচালনা করা হয়
সদ্যদের জন্য দাবা, ক্যারাম,পাঞ্জা লড়াই, শুদ্ধ উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, সংগীত, অভিনয়, কবিতা লেখা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি।

সমৃদ্ধির আওতায় এনায়েতনগর ইউনিয়নের যুবদের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

(ঘ) প্রবীণদের নিয়ে যে সকল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টসমুহ পরিচালনা করা হয়।
প্রবীণ সদস্যদের জন্য দাবা, ক্যারাম,কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি।

স্টাটিক ক্লিনিকে রোগী দেখছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (জনাব সাদ্দাম হোসেন)

স্টাটিক ক্লিনিকে রোগী দেখছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (জনাব সঞ্জয় সমাদ্দার)

কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় কৈশোর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় কৈশোর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের দ্বি-মাসিক সভা

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের দ্বি-মাসিক সভা

যুবদের প্রশিক্ষণ শেষে যাতায়াত ভাতা প্রদানের চিত্র।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চিত্র।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা উপহার সংস্থার ডায়েরী এবং কর্মসূচি অবহীতকরণ সভার দাওয়াতপত্র উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার হাতে তুলে দেন সংস্থার পরিচালক এবং উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী।

এনায়েতনগর ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যালয়

অডিট এর সার-সংক্ষেপ

আলোচ্য অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) অডিট সম্পন্ন করেছে Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants, House # 63/F (3rd Floor), Dolphin Goli, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1209. এজন্য Mollah Quadir Yusuf & Co. Chartered Accountants কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আলোচ্য অর্থবছরে (জুলাই-২০২৪ হতে জুন-২০২৫) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে মূল ঋণ গ্রহণ করেছি ৩৯,০০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধ করেছি আসল ২৮,৪৪,১৬,৬৬১/- টাকা ও সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করেছি ২,৪৪,৬৯,১২৮/- টাকা। পিকেএসএফ-এর আসল পাওনা সর্বমোট (পূর্বের পাওনাসহ) ৬১,৫৩,৫০,০০০/- টাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংস্থার মোট আয় হয়েছে ২৩,৮৯,৮৯,৮৭৯/- টাকা, পক্ষান্তরে এর পূর্ববর্তী অর্থবছরে মোট আয় হয়েছিল ১৮,৯৪,৪৪,৪০২/- টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সংস্থার মোট ব্যয় হয়েছে ১৮,১৭,৯১,০৭০/- টাকা যা এর পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৫,১০,৯০,৬১২/- টাকা। আলোচ্য বছরে সংস্থার নীট আয় হয়েছে ৫,৭১,৯৮,৮০৯/- টাকা যা এর পূর্ববর্তী বছর ছিল ৩,৮৩,৫৩,৭৯০/- টাকা।

স্টাফ বেনিফিটস এবং সিকিউরিটি

কারসায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. **পে-স্কেলঃ 'কারসা'** সাধারণত অন্যান্য সংস্থার বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আর্থিক স্বচ্ছলতা রক্ষার্থে কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে বেতন পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে সংস্থার আয়ের সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি যৌক্তিক বেতন কাঠামো বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০২৫ সালের জুন মাসে মহার্ঘভাতা হিসেবে প্রত্যেক কর্মীকে ৩,০০০/- টাকা ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যা জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

২. **প্রভিডেন্ট ফান্ডঃ** সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০% প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে কর্তন করে এর সাথে সংস্থা আরো ১০% প্রদান করে সংশ্লিষ্ট স্টাফের নামে জমা রাখে যা তারা সংস্থা থেকে চলে যাবার সময় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বিনিয়োগকৃত টাকা থেকে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা সংশ্লিষ্ট স্টাফের জমাকৃত টাকার উপর হারাহারিভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে।

৩. **বাড়ি ভাড়াঃ 'কারসা'** প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের ৪৫-৬০% বাড়িভাড়া প্রদান করে থাকে।

৪. চিকিৎসা ভাতাঃ 'কারসা' কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১৫% চিকিৎসা ভাতা প্রদান করে থাকে। এছাড়া কোন স্টাফ কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয়ও প্রদান করে থাকে।

৫. **যাতায়াত ভাতাঃ** 'কারসা' ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের ২০% এবং প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ৩৫-৪৫% যাতায়াত ভাতা প্রদান করে থাকে।

৬. **গ্র্যাচুইটিঃ** সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিম্নোক্তভাবে গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়-

ক. চাকরির মেয়াদ ৩ বছরপূর্ণ না হলে গ্র্যাচুইটি প্রযোজ্য হবে না।
খ. চাকরির মেয়াদ ৩ বছরের উর্ধ্বে এবং ৫ বছরের কম হলে গ্র্যাচুইটি হবে মূল বেতন × .৫ × সমাপ্ত বছর।
গ. চাকরির মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হলে গ্র্যাচুইটি হবে মূল বেতন × ১ × সমাপ্ত বছর।
ঘ. চাকরির মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ হলে গ্র্যাচুইটি হবে মূল বেতন × ২ × সমাপ্ত বছর।

৮. **বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ঃ** কর্মরত স্থায়ী স্টাফদেরকে প্রতি বছর একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়। তাছাড়া কাজের মান ও বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনা করে একাধিক ইনক্রিমেন্টও প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯. **উৎসব ভাতাঃ** কর্মরত স্টাফদেরকে প্রতি বছর ২টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়। স্থায়ী স্টাফগণ মূল বেতনের সমান এবং অস্থায়ী স্টাফগণ নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন।

১০. **ছুটি সংক্রান্ত সুবিধাঃ** কর্মরত কর্মীগণ বছরে ১২ দিন ঐচ্ছিক, ২০ দিন বাৎসরিক, ৬ দিন অসুস্থতাজনিত এবং ১৮০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ১৫ দিন অর্জিত ছুটি পেয়ে থাকেন। বর্ণিত ছুটির বাইরে যদি কোন কর্মীর বিশেষ কারণে ছুটির প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক বরাবর আবেদন করতে পারেন। নির্বাহী পরিচালক ছুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ছুটির অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এছাড়া যুক্তি সঙ্গত কারণে যে কোন কর্মী অনুমোদন সাপেক্ষে অবৈতনিক ছুটি ভোগ করতে পারেন।

১১. **ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সুবিধাঃ** সংস্থার স্থায়ী কর্মী/কর্মকর্তা তার নিজ বা পরিবারের কোন সদস্যের চিকিৎসা, বিবাহের ব্যয় নির্বাহ, শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ, নিজস্ব বাস গৃহের জমি ক্রয়, নিজস্ব বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামতসহ যুক্তিসংগত কারণে সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোন স্টাফ সিপিএফ তহবিলে অন্তর্ভুক্তির ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঋণ গ্রহণ করতে চাইলে তার নিজস্ব জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত, ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিজস্ব এবং সংস্থার যৌথভাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও সংস্থার কর্মকর্তগণ তাঁদের দায়িত্ব ও পদের গুরুত্ব অনুসারে বাই সাইকেল ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।

১২. **বদলিজনিত টিএঃ** কর্মরত কোন স্টাফকে সংস্থার প্রয়োজনে এক কর্মস্থল হতে অন্য কর্মস্থলে বদলি করা হলে তারা সংস্থার নিয়মানুযায়ী বদলিজনিত টি এ প্রাপ্য হয়ে থাকেন।

১৩. **মোটর সাইকেল ভাতাঃ** ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত অফিসারগণ সংস্থার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হারে মোটর সাইকেল ভাতা প্রাপ্য হয়ে থাকেন।

১৪. **ভ্রমণ ভাতাঃ** কর্মরত স্টাফগণ সংস্থার কাজে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে থাকেন। সেজন্য তাদেরকে সংস্থার নিয়মানুযায়ী যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং কর্মীগণ নিজনিজ কর্মস্থলের বাহিরে অফিসের কাজে অন্য কোথাও অবস্থান করলে থাকার জন্য প্রকৃত হোটেল ভাড়া এবং সংস্থার নিয়মানুযায়ী খাওয়ার খরচ প্রাপ্য হয়ে থাকেন।

১৫. **মোবাইল ভাতাঃ** সংস্থায় কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তাগণ সংস্থার নিয়মানুযায়ী মোবাইল ভাতা পেয়ে থাকেন ।

১৬. **কর্মী জামানতঃ** সংস্থায় যোগদানের সময় জামানত বাবদ ৫,০০০/- টাকা জমা প্রদান করতে হয়। চাকরি শেষে/ছেড়ে চলে যাবার সময় উক্ত টাকা সংস্থার নিয়মানুযায়ী লভ্যাংসসহ ফেরত দেওয়া হয়।

কল্যাণ তহবিল

কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য

কারসায় চাকুরিরত কর্মজীবীদের ও তাদের পরিবারের আর্থিক সংকটের সময় অনুদানের মাধ্যমে সহায়তা করা।

অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত (১) প্রধানকার্যালয়ের ১ জন (২) মনিটরিং সেল হতে ১ জন (৩) এরিয়া ম্যানেজারদের মধ্য হতে ১ জন (৪) ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের মধ্য হতে ১ জন ও (৫) ফিল্ড অফিসারদের মধ্য হতে ১ জন এই ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি প্রাপ্ত আবেদন যাচাই করে সুপারিশ করলে এর ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

পরিবার

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন-
স্ত্রী অথবা স্বামী এবং সন্তান, পালক পূত্র (হিন্দুদের ক্ষেত্রে), মাতা-পিতা, নাবালক ভাই, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, অবিবাহিতা অথবা তালাক প্রাপ্তা অথবা বিধবা বোন- যারা মৃত কর্মচারীর পরিবারে একত্রে বসবাস করে এবং তার উপর নির্ভরশীল।

কল্যাণ তহবিলে চাঁদার হার

মাসিক বেতনের শতকরা ভাগ (১%) অথবা সর্বোচ্চ ৫০ টাকা এ দুয়ের মধ্যে যা নিম্নতম তা মাসিক বেতন হতে কর্তন করে ভিন্ন একটি হিসাবে জমা করা হয়।

কল্যাণ তহবিল হতে যারা সুবিধাদি দাবিদার হবেন

(ক) মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কর্মচারীকে শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম ঘোষণা করলে চাকরি হতে অপসারিত হলে;
(খ) চাকরিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার সুবিধাদি পাবেন।

অনুদান দাবি করার সময়সীমা

কর্মচারীর মৃত্যু বা অক্ষমতার কারণে অপসারিত হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে।

কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অনুদান ছাড়াও নিম্নোক্ত বিশেষ অনুদান প্রদান করতে পারেন-
(ক) নিজের সৃষ্ট নয় এমন চরম আর্থিক সংকটে তহবিলের অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মূল বেতনের সমান অর্থ পাবে; তবে চিকিৎসাজনিত কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিংবা অন্য কোনো বিশেষ কারণে নির্বাহী কমিটি অনুদানের পরিমাণ বাড়াতে পারবে।
(খ) মৃত কর্মচারীর অসহায় মেয়ের বিয়ের জন্য সাব কমিটির সুপারিশ ও নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এককালীন অনুদান প্রদান করা যাবে।
(গ) মৃত কর্মচারীর মেধাবী কিন্তু অসহায় সন্তান (সর্বোচ্চ দু'টি) সাব কমিটির সুপারিশ ও নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে মাসিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।
অলোচ্য অর্থবছরে এই তহবিলে আদায় হয়েছে ৭৩,৭০০ টাকা। সেই সাথে সংস্থার ৪ জন ফিল্ড অফিসারের মধ্যে ১,৮৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জুন-২০২৫ পর্যন্ত এ তহবিলে ৪,৭৫,৬১০/- টাকা জমা হয়েছে ।

কারসা সিটিজেন চার্টার

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কারসার সর্ব পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন উল্লেখ পূর্বক তা সংস্থার অংশীদার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করার জন্য সংস্থার একটি সিটিজেন চার্টার তৈরি করা আছে যা কারসার সকল অফিসে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

সিটিজেন চার্টার

১. নাগরিক সেবাঃ

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তির স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদের নাম, ফোন নং ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য প্রদান	অধিযাচিত তথ্য প্রদান (পত্র/সিডি/সফট কপি)	তথ্য প্রাপ্তির জন্য ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল/ডাকযোগ/সরাসরি নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন	বিনা মূল্যে/বিধি মোতাবেক নির্ধারিত মূল্যে	২০ (বিশ) কর্ম দিবস	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com
২)	গবেষণা বা অন্য কোন প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রদান	আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ	১) আবেদনপত্র ২) গবেষণা বা আনুষঙ্গিক কাগজ পত্রের ফটোকপি	বিনা মূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com
৩)	জনবল/নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	অধিযাচিত তথ্য প্রদান (পত্র/সিডি/সফট কপি, ফোন, মোবাইল)	তথ্য প্রাপ্তির জন্য ফোন/ফ্যাক্স/ই- মেইল/ডাকযোগ/সরাসরি নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন/সংবাদ পত্র	বিনা মূল্যে	০২ (দুই) কর্ম দিবস	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com

২. প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তির স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময় সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদের নাম, ফোন নং ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	ঋণ প্রদান	আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রাহকের ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি, সদস্য এবং স্বামীর ছবি, দোকানবা প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার চুক্তিপত্র, ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি, জমির দলিল, ঋণের সমপরিমাণ অর্থের চেক, প্রভৃতি দাখিল সাপেক্ষে যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জের হার ২৪% (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি)	ভর্তি ফরম, ঋণ আবেদন ফরম, ঋণ চুক্তিপত্র এবংপাশবই, শাখা অফিস	ভর্তি ফি-১০/- পাশ বই ১০/- টাকা ঋণ আবেদন ফরম ৫/- মোট ২৫/-	আবেদনের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com
২)	সঞ্চয়ের সুদ প্রদান	বিগত অর্থ বছরের সঞ্চিত অর্থের উপর ৬% হারে সুদ প্রদান করা হয় বছরে ২ বার (জুন ও ডিসেম্বর এর স্থিতির উপর)	কম্পিউটার সফটওয়্যার/পাশ বই,শাখা অফিস	বিনামূল্যে	আর্থিক বছরের জুন এবং ডিসেম্বর মাসে	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com
৩)	সঞ্চয় ফেরত প্রদান	সঞ্চয়ী সদস্যের প্রয়োজনে সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়।	সঞ্চয় ফেরত দেয়ার আবেদন ফরম শাখা অফিস	বিনা মূল্যে এবং আবেদন ফরম দাখিলের ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে	আবেদন ফরম দাখিলের ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তির স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময় সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদের নাম, ফোন নং ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪)	দাফন কাফন	সদস্য ও অভিভাবকের মৃত্যু হলেই নগদ ৩,০০০/- টাকা	দলে বিতরণ	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক	ননামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com
৫)	কল্যাণ ফান্ড সুবিধা (প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত, ঋণীর দুরারোগ্য ব্যাধি, জীবন ঘাতি অপারেশন, স্ট্রোক ও হার্ট এ্যাটাকজনিত ডিজ এ্যাবিলিটি, শিক্ষা বৃত্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পূনর্বাসন	সদস্য, সদস্যা/স্বামী ও অভিভাবকের মৃত্যুর পর মৃত্যু সনদ পত্র এবং আইনানুগ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে।	আবেদন ফরম, মৃত্যু সনদ, ভোটার আইডি কার্ড এবং পাশবই। শাখা অফিস	বিনামূল্যে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষ্যে অবশিষ্ট ঋণ মওকুফ করা হয়।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের পর ৩০ দিনের মধ্যে।	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com

৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) ঃ

নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তিরসময়সীমা
১	২	৩	৪	৫
১)	শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা)	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com	১০ (দশ) কার্যদিবস
২)	এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা)	নামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবীঃ পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৭১১২১৯১৮১ ই-মেইলঃ carsa95@yahoo.com	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস
৩)	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	নামঃ জনাব আবদুল কাইউম পদবীঃ নির্বাহী পরিচালক, প্রধান কার্যালয় মোবাইলঃ ০১৮৬৩০৫৮৮১৮ ই-মেইলঃ carsadhaka@gmail.com	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস

কার্যক্রমের ছবি (এ্যালবাম)

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা জনাব মাহমুদ হাসান এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চের সমিতি পরিদর্শন।

জাজিরা ব্রাঞ্চে সমিতির সদস্যদের সাথে কারসার নির্বাহী পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের মিটিং।

এনায়েতনগর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উঠান বৈঠক।

কালামৃধা ব্রাঞ্চের বুনিয়াদ কম্পোনেন্টের করতোয়া মহিলা সমিতির সদস্য জনাব সুমাইয়া বেগমের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প।

শরীয়তপুর এরিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সাথে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মিটিং

ভাংগা এরিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সাথে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মিটিং

উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সমিতি পরিদর্শন

ভাংগা এরিয়ার কাউলিবেড়ায় নতুন ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য কারসার তৈরী লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে

মস্তফাপুর ব্রাঞ্চের জাগরণ ঋণ কার্যক্রমের পদ্মা মহিলা সমিতির সদস্য জনাব পপি ঘোষ-এর আঁখ চাষ

কার্যক্রম নিয়ে মাদারীপুর এরিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সাথে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মিটিং

কাউলীবেড়া ব্রাঞ্চ অফিসে কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান।

টেকেরহাট ব্রাঞ্চের সুখের নীড় মহিলা সমিতির সদস্য তানিয়া বেগমের মুদি দোকান

সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফিল্ড অফিসারদের ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তাবৃন্দ।

আলীনগর ব্রাঞ্চের পথের সাথী মহিলা সমিতির সদস্য জনাব অনিমা রানীর বাঁশ ও বেতের তৈরী পন্য।

কারসার অফিস সমূহের নাম ও ঠিকানা

নং	কার্যলয়ের নাম	বর্তমান ঠিকানা	শুরুর তারিখ
১	প্রধান কার্যালয়	বাড়িঃ ১৪০ (৩য় তলা), রোডঃ ০৫, ব্লক-ক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।	আগস্ট ১৯৯৫
২	কালকিনি ব্রাঞ্চ	উপজেলাঃ পাঙ্গাসিয় (কালাম চেয়ারম্যানের বাড়ী সংলগ্ন),কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর।	নভেম্বর ১৯৯৭
৩	মাদারীপুর ব্রাঞ্চ	পানি ছত্র, দীঘিরপাড়, জেলাঃ মাদারীপুর। (আলজাবির উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে)	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
৪	শিবচর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ কেরানীবাট (বরহামগঞ্জ চত্তর সংলগ্ন) ডাকঘরঃ বরহামগঞ্জ, উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	এপ্রিল ১৯৯৯
৫	মস্তফাপুর ব্রাঞ্চ	বড় মেহের, (দায়ীকান্দি), মস্তফাপুর, মাদারীপুর।	জুন ২০০২
৬	কার্তিকপুর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ডিঙ্গামানিক, ইউনিয়নঃ কার্তিকপুর, উপজেলাঃ নড়িয়া, জেলাঃ শরীয়তপুর।	অক্টোবর ২০০২
৭	আংগারিয়া ব্রাঞ্চ	আংগারিয়া (আংগারিয়া বাজার সলংগ্ন) জেলাঃ শরীয়তপুর।	মে ২০০৫
৮	ভেদরগঞ্জ ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ গৈড্যা, উপজেলাঃ ভেদরগঞ্জ, জেলাঃ শরীয়তপুর।	মে ২০০৫
৯	দত্তপাড়া ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ গুপ্তের কান্দি (সূর্যনগর বাজার) দত্তপাড়া, সূর্যনগর বাজার, উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	জুলাই ২০০৫
১০	সাহেবরামপুর ব্রাঞ্চ	কলেজ রোড, সাহেবরামপুর বাজার, উপজেলাঃ কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর।	এপ্রিল ২০০৭
১১	নড়িয়া ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ মশুরা, ইউনিয়নঃ ভোজেশ্বর, উপজেলাঃ নড়িয়া, জেলাঃ শরীয়তপুর।	জুন ২০০৭
১২	মহারাজপুর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ বনগ্রাম, বনগ্রাম বাজার (ঘুন্সি স্ট্যান্ড কৃষি ব্যাংক রোড) ইউনিয়নঃ মহারাজপুর, উপজেলাঃ মুকসেদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ।	নভেম্বর ২০১১
১৩	ভাংগা ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ছিলাধারচর,শাহ্‌হাববাড়ী, উপজেলাঃ ভাংগা, জেলাঃ ফরিদপুর।	নভেম্বর ২০১১
১৪	আলীনগর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ কালিগঞ্জ (কালিগঞ্জ বাজার), ইউনিয়নঃ আলীনগর, উপজেলাঃ কালকিনি, জেলাঃ মাদারীপুর।	অক্টোবর ২০১২
১৫	টেকেরহাট ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ঘোসালকান্দি, ডাকঘরঃ খালিয়া, টেকেরহাট বাজার, উপজেলাঃরাজৈর, জেলাঃ মাদারীপুর।	অক্টোবর ২০১২
১৬	গোসাইরহাট ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ ধীপুর (ব্রাক অফিস সংলগ্ন), উপজেলাঃ গোসাইর হাট, জেলাঃ শরীয়তপুর।	নভেম্বর ২০১৫
১৭	জাজিরা ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ আক্কেল মাহ্‌মুদ মুন্সিকান্দি (থানার দক্ষিণ পাশে), উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর।	নভেম্বর ২০১৫
১৮	সদরপুর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ পূর্ব শ্যামপুর (আশা ২ নং অফিসের সামনে), উপজেলাঃ সদরপুর, জেলাঃ ফরিদপুর।	অক্টোবর ২০১৫
১৯	কালামৃধা ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ নিলখী, ডাকঘরঃ নিলখী বন্দর, উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	ডিসেম্বর ২০১৯
২০	ছিলারচর ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ বাজিতপুর, ডাকঘরঃ সলে নামা বাজিতপুর, উপজেলাঃ শিবচর, জেলাঃ মাদারীপুর।	জানুয়ারি ২০২০
২১	কাউলীবেড়া ব্রাঞ্চ	গ্রামঃ পল্লীবেড়া, ডাকঘরঃ কাউলীবেড়া, উপজেলাঃ ভাংগা, জেলাঃ ফরিদপুর।	নভেম্বর ২০২৪

কারসা

Head Office:
House # 140 (2nd floor), Road # 05, Block - Ka, PC Culture Housing Society, Shyamoli, Dhaka-1207
Mob: 01863 058818, 01711 219181, E-mail: carsadhaka@gmail.com, carsa95@yahoo.com, Web: www.carsa-bd.org